# মধ্য-লীলা।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার॥ ১॥

জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥ ১
জয়জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ—করি যেন চৈতন্যবর্ণন॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীগুণ্ডিচেতি। স গৌর আত্মবৃন্দৈঃ নিজভক্তগণৈঃ সহ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরং শ্রীজগন্নাথবিহারমন্দিরং সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ ধৌতেন করণেন স্বচিত্তবৎ নিজমনোবৎ শীতলং উজ্জ্বলং নির্ম্মলঞ্চ কৃত্বেত্যর্থঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীজগন্নাথস্য উপবেশে ঔপয়িকং যোগ্যং চকার শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্যলীলার এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্রের সহিত মহাপ্রভুর মিলন, গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন, ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর উদ্যান-ভোজন প্রভৃতি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

**শ্লো। ১ অন্বয়।** সঃ (সেই) গৌরঃ (গৌরচন্দ্র) আত্মবৃন্দৈঃ (স্বীয় ভক্তগণের সহিত) গুণ্ডিচামন্দিরং (শ্রীগুণ্ডিচামন্দির) সম্মার্জ্জয়ন্ (সমার্জ্জিত করিয়া) ক্ষালনতঃ (এবং প্রক্ষালিত করিয়া) স্বচিত্তবৎ (নিজের চিত্তের ন্যায়) শীতলং (শীতল) উজ্জ্বলং চ (এবং উজ্জ্বল) [কৃত্বা] (করিয়া) কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং (শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীজগন্নাথ-দেবের— উপবেশনের উপযুক্ত) চকার (করিয়াছিলেন)।

**অনুবাদ।** সেই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর স্বীয়ভক্তগণের সহিত শ্রীগুণ্ডিচামন্দির সম্মার্জ্জিত ও ধৌত করিয়া স্বীয় চিত্তের ন্যায় শীতল ও উজ্জ্বল করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের উপবেশনের উপযুক্ত করিয়াছিলেন। ১

**গুণ্ডিচা**—রথযাত্রার সময়ে রথ হইতে নামিয়া পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত কয়দিন শ্রীজগন্নাথ যে মন্দিরে অবস্থান করেন, তাহাকে গুণ্ডিচামন্দির বলে। ঐ কয়দিন ব্যতীত বাকী সমস্ত বৎসরই এই মন্দির খালি পড়িয়া থাকে; তাই তাহা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে। রথযাত্রার পূর্ব্বে তাহা পরিষ্কার করা হয়। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদভক্তগণকে লইয়া নিজেই এই বৎসর গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জিত ও ধৌত করিয়া শ্রীজগন্নাথের বাসের উপযোগী করিলেন; তখন তাহা শীতল ও উজ্জ্বল হইল। গ্রীষ্মকালেই রথযাত্রা; সুতরাং শ্রীমন্দির শীতল হওয়াতে বেশ আরামপ্রদ হইয়াছিল। প্রভু যতকাল শ্রীক্ষেত্রে ছিলন, প্রত্যেক বৎসরেই এই ভাবে তিনি শ্রীগুণ্ডিচামন্দির সংস্কার করিতেন। ২।১।৪৩-৪৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

**১-২।** এই দুই পয়ারের স্থলে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়:—"জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥"

**চৈতন্যবর্ণন**—শ্রীচৈতন্যের লীলাবর্ণন।

পূর্ব্বে দক্ষিণ হইতে যবে প্রভু আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥ ৩
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম-ঠাঞি—।
প্রভু-আজ্ঞা হয় যদি—দেখিবারে যাই ॥ ৪
ভট্টাচার্য্য লিখিলা প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তারে পত্রী পাঠাইল—॥৫
প্রভুর নিকটে যত আছেন ভক্তগণ।
মোর লাগি তাঁসভারে করিহ নিবেদন ॥ ৬
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয় ॥ ৭
তাঁ-সভার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা-বিনু মোরে রাজ্য নাহি ভায় ॥ ৮
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী ॥ ৯
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া।
ভক্তগণপাশ গেলা সে পত্রী লইয়া ॥ ১০
সভারে মিলিয়া কহিলা রাজ-বিবরণ।
পাছে সেই পত্রী সভারে করাইল দর্শন ॥ ১১
পত্রী দেখি সভার মনে হইল বিস্ময়—।
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয় ॥ ১২
সভে কহে—প্রভু তারে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যবে—দুঃখ সে মানিবে ॥ ১৩
সার্ব্বভৌম কহে—সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজ-ব্যবহার ॥ ১৪
এত কহি সবে গেলা মহাপ্রভু স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সভে—না কহে বচনে ॥ ১৫
প্রভু কহে—কি কহিতে সভার আগমন ?।
দেখি যে কহিতে চাহ, না কহ কি কারণ ? ॥ ১৬
নিত্যানন্দ কহে—তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিতে ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখনই কটকে থাকিয়া প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

৪। কটক হইতে তিনি পত্র লিখিয়া প্রভুর চরণ-দর্শনের অভিপ্রায় সার্ব্বভৌমের নিকটে জানাইলেন; রাজা লিখিলেন "যদি প্রভুর আদেশ হয়, তাহা হইলে তাঁহার চরণ দর্শনের নিমিত্ত আমি শ্রীক্ষেত্রে যাইব।"

৫-৯। রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের নিকটে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই কয় পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৮। **প্রসাদে**—অনুগ্রহে। **মিলো**—মিলিব। **পায়**—চরণে। **নাহি ভায়**—ভাল লাগেনা।

৯। প্রভু যদি কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন না দেন, তাহা হইলে আমি হয় প্রাণত্যাগ করিব, আর না হয় ভিখারী হইব।

১১। আগে রাজার মনোভাবের কথা সকলকে বলিয়া পরে তাঁহাদিগকে রাজার পত্র দেখাইলেন।

১২। প্রভুর প্রতি রাজা-প্রতাপরুদ্রের এত প্রীতি যে, প্রভুর দর্শন না পাইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিতে, অথবা রাজ্যৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইতে প্রস্তুত—ইহা জানিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন; কারণ, প্রভুর প্রতি রাজার যে এত প্রীতি আছে, তাহা পূর্ব্বে কেহ মনে করিতে পারেন নাই।

১৩। **আমি সব**—আমরা সকলে।

১৪। **মিলিতে**—দর্শন দিতে; সাক্ষাৎ করিতে। **রাজ-ব্যবহার**—রাজার আচরণ; রাজার মনের ভাব।

যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে॥ ১৮
যদ্যপি শুনিঞা প্রভুর কোমল হৈল মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন—॥ ১৯
তোমাসভার ইচ্ছা এই—আমাসভা লঞা।
রাজাকে মিলহ ইঁহো কটক যাইয়া॥ ২০
পরমার্থ যাউ, লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু, দামোদর করিবে ভর্ৎসন॥ ২১
তোমাসভার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি—তবে মিলি তারে॥ ২২
দামোদর কহে—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥ ২৩
আমি কোন্ ক্ষুদ্রজীব তোমারে বিধি দিব ?।
আপনে মিলিবে তাঁরে, তাহা যে দেখিব॥ ২৪
রাজা তোমায় স্নেহ করে, তুমি স্নেহবশ।
তার স্নেহে করাবে তারে তোমার পরশ॥ ২৫
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮। **যোগ্যাযোগ্য**—যোগ্য এবং অযোগ্য ; ভালমন্দ সমস্ত। **না মিলিলে**—সাক্ষাৎ না পাইলে। **যোগী হৈতে**—রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে বলিলেন—"প্রভু, যাহা তোমার নিকটে বলা যোগ্য, তাহাও তোমার চরণে নিবেদন করিতে চাহি ; যাহা অযোগ্য, তাহাও নিবেদন করিতে চাহি। আমাদের কথা রাখা না রাখা তোমার ইচ্ছা। রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার চরণ দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন ; তোমার চরণ দর্শন না পাইলে রাজ্যৈশ্বর্য্য সমস্ত ত্যাগ করিরা তিনি সন্ন্যাসী হইয়া যাইতেও প্রস্তুত।" ধ্বনি বোধ হয় এই যে—"রাজার অবস্থা তোমাকে জানাইলাম ; যাহা তুমি সঙ্গত মনে কর, তাহাই কর।"

১৯। ভগবান্‌কে পাওয়ার নিমিত্ত যখন ভক্তের বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে, তখন ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা না করিয়া থাকিতে পারেন না ; রাজা প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, প্রভুর দর্শন না পাইলে তিনি রাজ্যৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত ; এইরূপ উৎকণ্ঠার কথা জানিয়া ভক্তবৎসল প্রভু আর যেন স্থির থাকিতে পারিলেন না ; তথাপি, সন্ন্যাসীর আচরণ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত এবং কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া ভক্তগণের নিকটে প্রতাপরুদ্রের মহিমা খ্যাপনের উদ্দেশ্যে—রাজার প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও—বাহিরে তিনি সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না ; বরং শ্রীনিত্যানন্দাদির কথার প্রতিবাদস্বরূপে যাহা বলিলেন, তাহাতে রাজার প্রতি প্রভুর যেন নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পাইল।

২১। **পরমার্থ যাউ**—পরমার্থের কথা থাকুক। সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন নিষিদ্ধ ; সন্ন্যাসী প্রভু যদি রাজাকে দর্শন দেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। **লোকে** ইত্যাদি—আমি স্বার্থের লোভে রাজাকে দর্শন দিয়াছি, ইহা বলিয়া লোকে আমার নিন্দা করিবে।

**দামোদর করিবে ভর্ৎসন**—দামোদর ছিলেন স্পষ্টবক্তা ; অন্যের কথা তো দূরে, প্রভুকেও তিনি উচিত কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। তাই প্রভু বলিলেন—"আমি যদি রাজাকে দর্শন দেই, তাহাহইলে—অন্যের কথা তো দূরে,—আমার সঙ্গী দামোদরই আমাকে তিরস্কার করিবে।"

২২। দামোদর কাহারও অপেক্ষা করিয়া কোনও কথা বলেন না বলিয়া, যাহা সঙ্গত মনে করেন, নিঃসঙ্কোচে তাহাই বলিয়া ফেলেন বলিয়া—রাজাকে প্রভুর দর্শন দেওয়া সঙ্গত কিনা, তাহার মীমাংসার ভার প্রভু দামোদরের উপরেই দিলেন।

২৩-২৬। প্রভুর কথা শুনিয়া দামোদর বলিলেন—"প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান্ ; আর আমি ক্ষুদ্রজীব ; কি কর্ত্তব্য, আর কি অকর্ত্তব্য—তাহা তুমিই জান ; ক্ষুদ্রজীব আমি তাহা কিরূপে নির্ণয় করিবে ? কিরূপেই বা কর্ত্তব্যা-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কর্ত্তব্যসম্বন্ধে তোমাকে বিধি দিব ? উপদেশ দিব ? তুমি ব্যাপক, আমি ব্যাপ্য ; আমার পক্ষে তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্ভব হইতে পারেনা। তবে আমার মনে হয়—প্রভু তুমি নিজেই রাজাকে দর্শন দিবে, শীঘ্রই আমারা তাহা দেখিব। কারণ, তুমি পরম-স্বতন্ত্র—স্বয়ং ভগবান্—হইলেও কিন্তু প্রীতির বশীভূত ; তোমার প্রতি রাজারও অত্যন্ত প্রীতি ; রাজার এই প্রীতির আকর্ষণেই তুমি তাঁহার সহিত মিলিত হইবে।" এস্থলে কেহ কেহ বলেন—"অত্রেদমপি জ্ঞেয়ং রাজ্ঞঃ তৎস্নেহাভাবাদেব প্রভোস্তন্মিলনং সাক্ষান্নাভূৎ—এস্থলে ইহাও জানিতে হইবে যে, প্রভুর প্রতি রাজার সেই স্নেহ (প্রভু যেই স্নেহের বশ, সেই স্নেহ) ছিলনা বলিয়াই সাক্ষাৎ মিলন হয় নাই।" এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রভুর দর্শন না পাইলে রাজা দেহত্যাগ করিতে প্রস্তুত, রাজ্যৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া ভিখারী হইতে প্রস্তুত—ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম পয়ার হইতে জানা যায় ; যদি প্রভুর প্রতি রাজার প্রীতিই না থাকিবে, তাহাহইলে প্রভুর অদর্শনে তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে চাহিবেন কেন ? আর, প্রীতির যতটুকু আধিক্য হইলে অনুরাগী ব্যক্তি প্রিয়বিরহে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়, ততটুকু আধিক্যও যদি ভগবান্‌কে আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তাহাহইলে ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-গুণেরও সার্থকতা কিছু থাকেনা এবং জীবের পক্ষে ভগবৎ-কৃপালাভের সম্ভাবনাও কিছু থাকে না। রাজার নিজের বলিতে যাহা কিছু—রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত—সমস্তই তিনি বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ; আজন্ম রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া যিনি অভ্যস্ত, তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইতেও প্রস্তুত। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রভুর চরণ দর্শন—রাজ্যৈশ্বর্য্যাদি হইতে, এমন কি স্বীয় প্রাণ হইতেও—রাজার নিকট অধিকতর লোভনীয় মনে হইতেছিল। প্রভুর চরণদর্শন না পাইলে এই সমস্তই তাঁহার নিকটে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতেছিল। এরূপ যাঁহার অবস্থা, তাঁহারও যদি প্রভুতে প্রীতি নাই বলা যায়, অথবা এরূপ প্রীতিও যদি ভগবদাকর্ষণে অসমর্থ বলিয়া মনে করা যায়, তাহাহইলে ইহা অপেক্ষা নৈরাশ্যের কথা জীবের পক্ষে আর কি হইতে পারে ? ভক্তের এই অবস্থা দর্শনেও যদি ভগবান্ অবিচলিত থাকিতে পারেন, তাহা হইলে ভগবান্‌কেই বা কিরূপে ভক্তবৎসল বা করুণ বলা যাইতে পারে ?

বস্তুতঃ প্রতাপরুদ্রের অবস্থার কথা শুনিয়া "প্রভুর কোমল হৈল মন। ২।১২।১৯।" ; তথাপি তিনি যে প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রভুর প্রাণের কথা নহে, ইহা বাহিরের কথা—"তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন। ২।১২।১৯।" ইহা তাঁহার প্রাণের কথা হইলে দর্শনদান-সম্বন্ধে দামোদরের পরামর্শ ই তিনি চহিতেন না। সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজ-দর্শন উচিত নহে—বস্তুতঃ এই নীতি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তই প্রভু রাজাকে দর্শন দিতে অসম্মত হইতেছেন। প্রতাপরুদ্রের স্নেহাভাববশতঃ অসম্মত হয়েন নাই। প্রভুর প্রতি প্রতাপরুদ্রের যে প্রীতির বা স্নেহের অভাব ছিল না এবং যে প্রীতি বা স্নেহ ছিল, তাহা যে প্রভুর চিত্তাকর্ষণে সমর্থ, তাহা ২৪।২৫।২৮ পয়ার হইতে, অবিসংবাদিতরূপেই বুঝা যায়।

**স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র**—স্বরূপতঃ পরম-স্বতন্ত্র হইয়াও ভগবান্ প্রেম-পরতন্ত্র, প্রেমের বশীভূত। প্রেম হইল ভগবানের হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ; প্রেমের বশীভূত হওয়ায়—তিনি স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিরই ( অর্থাৎ নিজেরই ) বশীভূত হইলেন ; সুতরাং প্রেম-পরতন্ত্রতায় স্বরূপতঃ তাঁহার পরম-স্বতন্ত্রতার হানি হয় না। যে স্থলে তিনি ভক্তের বশীভূত, সে স্থলেও ভক্তের হৃদয়স্থিত প্রেমেরই—স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষেরই, যাহা ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হইয়া থাকে, তাহারই—বশীভূত ; সুতরাং ভক্ত-বশ্যতাতেও তাঁহার স্বরূপতঃ পরম-স্বতন্ত্রতার হানি হয় না।

প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়া সঙ্গত কিনা, সেই সম্বন্ধে প্রভু দামোদরের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন ( ২২ পয়ারে )। ২৩-২৬ পয়ারে দামোদর যাহা বলিলেন, তাহার গূঢ় মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার অনুকূলেই দামোদর পরামর্শ দিলেন। ২৬ পয়ারের "পরম স্বতন্ত্র"-শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এই যে—"প্রভু, তুমি পরম-স্বতন্ত্র স্বয়ং ভগবান্ ; লৌকিক বিধি-নিষেধের অধীন তুমি নও ; সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজ-দর্শনের নিষেধমূলক যে বিধি, তাহা পরম-

নিত্যানন্দ কহে—ঐছে হয় কোন্ জন।
যে তোমারে কহে—'কর রাজারে মিলন' ? ॥ ২৭
কিন্তু অনুরাগি-লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য় ॥ ২৮
যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ-লাগি পতি-আগে ছাড়িল পরাণ ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বতন্ত্র পুরুষ তোমার জন্য নহে; তুমি এ জাতীয় বিধি-নিষেধের অতীত।"—ইহাদ্বারা প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার প্রতিকূলে প্রভুর যে যুক্তি, তাহা খণ্ডিত হইল। এতদ্ব্যতীত দর্শন-দানের অনুকূল যুক্তিও দামোদরের কথায় পাওয়া যায়। ২৫ পয়ারে তিনি প্রভুকে "স্নেহবশ" এবং ২৬ পয়ারে "প্রেম-পরতন্ত্র" বলিয়াছেন। এই দুইটী শব্দের ধ্বনি এই যে—"প্রভু তুমি লৌকিক বিধি-নিষেধের অধীন নও সত্য। কিন্তু তোমার সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী যে হ্লাদিনী-নাম্নী স্বরূপ-শক্তি, তাহার অধীন তুমি; তোমার রসিক-শেখরত্ববশতঃই তুমি এই হ্লাদিনী-শক্তির এবং হ্লাদিনীর বৃত্তিভূত প্রেমের অধীনতা তুমি স্বীকার করিয়াছ; এইরূপে তুমি 'প্রেমপরতন্ত্র' এবং 'স্নেহবশ' বলিয়া এবং রাজা-প্রতাপরুদ্রও 'তোমায় স্নেহ করেন' বলিয়া—'তার স্নেহে করাবে তারে তোমার পরশ।" তাৎপর্য্য এই যে—"প্রেম-বশ্যতাই তোমার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম; প্রতাপরুদ্রও তোমাতে অত্যন্ত প্রেমবান্; সুতরাং স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রেমবান্ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়াই তোমার উচিত। যাহা তোমার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম নহে, এরূপ সন্ন্যাস-বিধির অনুরোধে স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না—করিতে তুমি পারিবেও না।" সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজার দর্শন নিষেধ; এই নিষেধের পশ্চাতে একটা যুক্তি অবশ্যই আছে; কিন্তু প্রতাপরুদ্র রাজা-স্বরূপে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন নাই এবং প্রভুর সন্ন্যাসিত্বেও প্রতাপরুদ্রের চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই; শ্রীক্ষেত্রে অনেক সন্ন্যাসী আসিয়া থাকেন; প্রতাপরুদ্রও অনেক সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়াছেন, হয়তো অনেক সন্ন্যাসীর দর্শনও পাইয়াছেন; কিন্তু কাহারও সহিত মিলন না ঘটিলে তিনি প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প কখনও পোষণ করেন নাই। রাজার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল সার্ব্বভৌমের মুখে এবং রায়-রামানন্দের মুখে প্রভুর ভগবত্তার কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রেমবত্তার কথা শুনিয়া। রাজা প্রতাপরুদ্র সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত মিলিতে চাহেন নাই; ভক্ত প্রতাপরুদ্র প্রেম-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে বাসনা করিয়াছেন; সুতরাং রাজ-দর্শনের নিষেধ-মূলক সন্ন্যাস-বিধি এস্থলে অন্তরায়রূপে দাঁড়াইতে পারে না। যিনি ভগবান্, তিনি রাজারও ভগবান্, প্রজারও ভগবান্। যিনি ভক্তবৎসল, দীন গৃহস্থ ভক্ত যেমন তাঁহার কৃপার পাত্র, প্রজারক্ষার অনুরোধে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট রাজদণ্ডধারী ভক্তও তাঁহার তদ্রূপ কৃপার পাত্র।

২৫ পয়ারে "তারে তোমার পরশ"-স্থলে "তোমায় তার পরবশ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; পরবশ—অধীন।

**২৭-২৮।** সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রভুর স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম না হইলেও সন্ন্যাসের আদর্শ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রভু সন্ন্যাসের বিধি-নিষেধের প্রতিই অধিকতর অনুরক্তি দেখাইতেছিলেন; দামোদরের উক্তির গূঢ় মর্ম্মে সেই অনুরক্তিতে একটু আঘাত লাগিয়াছে; তাহাতে বোধ হয় একটু উৎসাহিত হইয়াই গৌর-প্রেমমূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দ প্রেম কোন্দলের ভঙ্গীতে সেই অনুরক্তিতে আরও একটু আঘাত দিয়াই যেন বলিতে লাগিলেন—"প্রভু, তুমি সন্ন্যাসী; রাজার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য কে তোমাকে অনুরোধ করিবে? আমরা সেই অনুরোধ করি না; তবে সত্য কথাও তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারি না। অনুরাগের ধর্ম্মই এই যে, অনুরাগী ব্যক্তি অভীষ্ট ব্যক্তিকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।"—ধ্বনি এই যে, "তোমার প্রতি প্রতাপরুদ্রের এতই অনুরাগ যে, তোমার চরণ দর্শন না পাইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। এখন তুমি সন্ন্যাসের মর্য্যাদাই রাখিবে, না কি তোমার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম ভক্তবাৎসল্যের মর্য্যাদাই রাখিবে, তাহা ভাবিয়া দেখ।"

**২৯।** অনুরাগী ব্যক্তি ইষ্ট না পাইলে যে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণীর দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা প্রমাণ করিতেছেন।

তৈছে যুক্তি করি, যদি কর অবধান। | তুমিহ না মিল তারে, রহে তার প্রাণ ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণীর আখ্যায়িকাটী এই :—বস্ত্র-হরণের দিন ব্রজবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে স্ব-স্ব বস্ত্র গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণ-পরিবৃত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে বৃন্দাবন হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন। তাঁহারা বনশোভা দর্শন করিতে করিতে যমুনার তীরে যাইয়া উপনীত হইলেন এবং গাভীসকলকে জলপান করাইলেন। যমুনার উপবনে গোচারণ করিতে করিতে রাখালগণও অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া তাঁহাদের ক্ষুধার কথা বলিলে তিনি বলিলন—"অদূরে বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ আঙ্গিরস-নামক যজ্ঞ করিতেছেন; যজ্ঞস্থলে যাইয়া দাদা বলভদ্রের ও আমার নাম করিয়া তোমরা অন্ন চাহিয়া আন।" রাখালগণ তদনুসারে যজ্ঞ-সভায় যাইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে অন্ন যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের কথায় কেহ কর্ণপাতও করিল না, উত্তরে একটী কথাও কেহ বলিল না। গোপ-বালকগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং রাম-কৃষ্ণের নিকট সমস্ত বলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা ব্রাহ্মণ-পত্নীদিগের নিকটে যাইয়া আমার নামে অন্ন যাচ্ঞা কর; তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন; প্রচুর অন্ন দিবেন।" তদনুসারে ব্রজবালকগণ ব্রাহ্মণ-পত্নীদিগের নিকটে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম করিয়া অন্ন যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিয়াই বিপ্র-পত্নীদিগের চিত্ত বিচলিত হইল; শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অনেক দিন যাবতই উৎসুক হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি তাঁহাদের এত নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবিলম্বে তাঁহারা বহু বহু পাত্রে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ ভোজ্য গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; পতি, পিতা, ভ্রাতা, পুত্রাদির নিষেধেও তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপনীত হইয়া অন্নাদি সমর্পণ করিলেন। কিন্তু একজন রমণীকে তাঁহার স্বামী আসিতে দিলেন না, ধরিয়া গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন; শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবতী সেই রমণী গৃহে অবরুদ্ধা হইয়া ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় কর্ম্মানুবন্ধী দেহ পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীভা. ১০।২৩ অধ্যায়।

অনুরাগবতী বিপ্রপত্নী অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে না পারিয়া যে প্রাণত্যাগ করিলেন, শ্রীমদ্-ভাগবতের উক্ত আখ্যায়িকাই তাহার প্রমাণ।

**যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী**—স্বর্গপ্রাপক-আঙ্গিরস-নামক যজ্ঞে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণের পত্নী। **পতি-আগে**—পতির সম্মুখে।

৩০। প্রেম-কোন্দলের ভঙ্গীতে উক্তরূপ কথা বলিয়াও শ্রীনিত্যানন্দ ভাবিলেন—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থই প্রভুর অবতার; লৌকিক-লীলায় তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তখন রাজা প্রতাপরুদ্রের ব্যাকুলতার কথা শুনিয়াই যদি তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে অজ্ঞ সাধারণ লোক প্রভুর কার্য্যের গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারিয়া প্রভুর নিন্দা করিবে; সেই নিন্দাও আমাদের পক্ষে অসহ্য হইবে। আবার, কোনও সাধারণ সন্ন্যাসীও হয়তো কোনওরূপ বিচার না করিয়াই প্রভুর আচরণের অনুসরণ করিয়া সন্ন্যাসের বিধি-নিষেধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে; তাহাতে সন্ন্যাসাশ্রমের অমঙ্গল হইবে। প্রভুর কোনও কার্য্যে সন্ন্যাস-আশ্রমের অমর্য্যাদা হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে।" মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় শ্রীনিত্যানন্দ একটা মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রভু, এক যুক্তি আছে, যাহাতে তোমাকেও রাজ-দর্শন করিতে হইবে না, রাজারও প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। তুমি যদি তাহা মনোযোগ দিয়া শুন, শুনিয়া যদি বিবেচনা করিয়া দেখ, তবে সেই যুক্তির কথা বলিতে পারি।"

**অবধান**—মনোযোগ।

এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি ॥ ৩১
প্রভু কহে—তুমি সব পরম বিদ্বান্।
যেই ভাল হয়—সেই কর সমাধান ॥ ৩২
তবে নিত্যানন্দগোসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥ ৩৩
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল ॥ ৩৪
বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন ॥ ৩৫
রামানন্দরায় যবে দক্ষিণ-হৈতে আইলা।
প্রভু সঙ্গে রহিতে রাজারে নিবেদিলা ॥ ৩৬
তবে রাজা সন্তোষে তাহারে আজ্ঞা দিলা।
আপন-মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা— ॥ ৩৭
মহাপ্রভু মহা কৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥ ৩৮
একসঙ্গে দুইজন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দরায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩১। শ্রীনিত্যানন্দ কি যুক্তি ঠিক করিলেন, তাহা বলিতেছেন। "প্রভু, কৃপা করিয়া তুমি যদি তোমার একখানা বহির্ব্বাস রাজাকে দাও, তাহা হইলে, তোমার কৃপার এই নিদর্শন পাইয়া ভবিষ্যতে কোনও সময়ে হয়তো তোমার চরণ দর্শনের সৌভাগ্য হইতে পারে—এই ভরসায় রাজা প্রাণ-বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতেও পারেন।"

বার বার প্রার্থনা সত্ত্বেও প্রভু যখন কিছুতেই রাজাকে দর্শন দিতে সম্মত হইতেছিলেন না, তখন রাজা মনে করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপালেশও নাই। তাই দুঃখে তিনি প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বহির্ব্বাস পাইলে মনে করিবেন—তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা আছে; নচেৎ, তিনি তাঁহার ব্যবহৃত বহির্ব্বাস তাঁহাকে দিতেন না। "আমার প্রতি প্রভুর কৃপা আছে"—এই বুদ্ধিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারেন—ইহাই শ্রীনিত্যানন্দের যুক্তির তাৎপর্য্য।

**তোমার আশা ধরি**—ভবিষ্যতে কখনও তোমার চরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভের আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া।

৩২। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের যুক্তির অনুমোদন করিলেন। **পরম বিদ্বান্**—পরম জ্ঞানবান্; সদ্যুক্তিদানে সমর্থ। **সমাধান**—মীমাংসা।

৩৩। **পাশ**—নিকটে।

৩৪। রাজা কটক হইতেই সার্ব্বভৌমকে পত্র দিয়াছিলেন (২।১২।৪); প্রভুর প্রসাদী বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম কটকেই পাঠাইয়া দিলেন। পরবর্ত্তী ৩৬-পয়ার হইতে মনে হয়, রায়-রামানন্দ তখনও বিদ্যানগর হইতে আসিয়া পৌঁছেন নাই।

৩৫। **প্রভুরূপ করি**—সেই বহির্ব্বাসকেই প্রভুর স্বরূপ মনে করিয়া। প্রভুকে সর্ব্বদা নিকটে পাইলে যে ভাবে তাঁহার পূজা করিতেন, প্রভুর বহির্ব্বাসকেও রাজা ঠিক তদ্রূপ পূজা করিতে লাগিলেন। **বস্ত্রের পূজন**—প্রভুর বহির্ব্বাসের পূজা।

৩৬। এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে—দক্ষিণ দেশ হইতে প্রভুর ফিরিয়া আসার পরে এবং নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে বাসের উদ্দেশ্যে রায়-রামানন্দের বিদ্যানগর ত্যাগের পূর্ব্বে রাজা প্রভুর বহির্ব্বাস পাইয়াছিলেন।

**দক্ষিণ হইতে**—দক্ষিণস্থ বিদ্যানগর হইতে।

৩৭। **আপন-মিলন লাগি**—প্রভুর সহিত রাজার নিজের মিলনের নিমিত্ত। **সাধিতে**—অনুরোধ করিতে।

৩৮। রায় রামানন্দের প্রতি প্রতাপরুদ্রের উক্তি এই পয়ার।

৩৯। **একসঙ্গে**—একত্র। **দুইজন**—রাজা ও রামানন্দ। **ক্ষেত্রে**—শ্রীক্ষেত্রে। ২।১১।১৪-১৯ পয়ার দ্রষ্টব্য।

প্রভু-পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বারবার ॥ ৪০
রাজমন্ত্রী রামানন্দ—ব্যবহারে নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন ॥ ৪১
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দে সাধিলেন প্রভু মিলিবারে ॥ ৪২
রামানন্দ প্রভু-পদে কৈল নিবেদন—।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥ ৪৩
প্রভু কহে—রামানন্দ! কহ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া? ॥ ৪৪
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুইলোক নাশ।
পরলোক রহু লোকে করে উপহাস ॥ ৪৫
রামানন্দ কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র? ॥ ৪৬
প্রভু কহে—আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ ৪৭
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায় ॥ ৪৮
রায় কহে—কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৪০। রামানন্দ-রায় প্রভুর প্রতি রাজার প্রীতির কথা প্রভুর নিকটে বলিলেন; যখনই প্রভুর সহিত কথাবার্ত্তায় রাজার প্রসঙ্গ উঠিত, তখনই রামানন্দ রাজার প্রীতির উল্লেখ করিতেন।

৪১। রামানন্দ ছিলেন রাজমন্ত্রী; সুতরাং ব্যবহারিক বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন; তিনি প্রভুর নিকটে কৌশলক্রমে প্রভুর প্রতি রাজার প্রীতির কথাই উল্লেখ করিতেন; কিন্তু রাজাকে দর্শন দেওয়ার কথা বলিতেন না; সুতরাং রাজার কথা উঠিলে প্রভুর বিরক্তির হেতুও থাকিত না। রামানন্দের মুখে এইরূপে পুনঃ পুনঃ রাজার প্রীতি ও ভক্তির কথা শুনিয়া রাজার সম্বন্ধে প্রভুর চিত্ত গলিয়া গেল।

**দ্রবায়**—গলায়।

৪২। **উৎকণ্ঠাতে**—প্রভুর চরণ দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠায়। **রামানন্দে সাধিলেন**—রামানন্দকে অনুরোধ করিলেন। **প্রভু মিলিবারে**—প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত।

৪৪। **জুয়ায়**—সঙ্গত হয়? **রাজারে মিলিতে** ইত্যাদি—আমি সন্ন্যাসী; রাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা কি উচিত?

৪৫। **ভিক্ষুর**—সন্ন্যাসীর। **দুইলোক**—ইহলোক ও পরলোক। পূর্ব্ববর্ত্তী ২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৬। **পরতন্ত্র**—পরাধীন।

৪৭। স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও লৌকিক-লীলায় ভক্তভাবে দৈন্যবশতঃ প্রভু নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচিত করিতেছেন।

**আশ্রমে সন্ন্যাসী**—সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছি। **ব্যবহারে**—আচরণ-বিষয়ে। **ভয় বাসি**—ভয় বোধ হয়; আমার আচরণ সম্বন্ধে লোকের প্রতিকূল সমালোচনাকে আমি ভয় করি।

৪৮। কেন প্রভু ব্যবহারে ভয় পায়েন, তাহার হেতু বলিতেছেন! পরিষ্কৃত ধৌত শুক্লবস্ত্রে বিন্দুপরিমিত কালিও যেমন লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে, তদ্রূপ সন্ন্যাসীর সামান্য মাত্র দোষও লোকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না; সামান্য মাত্র দোষও লোকের আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে। **ছিদ্র**—দোষ, ত্রুটী। **অল্প ছিদ্র**—সামান্যমাত্র দোষও। **সর্ব্বলোকে গায়**—সকলেই সর্ব্বত্র আলোচনা করে। **শুক্লবস্ত্রে**—শুভ্র ধৌত বস্ত্রে। **মসী**—কালি। **মসীবিন্দু**—বিন্দুপরিমাণ কালিও। **না লুকায়**—লোকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

৪৯। **অব্যাহতি**—উদ্ধার **ঈশ্বর-সেবক**—ঈশ্বর শ্রীজগন্নাথের সেবক।

প্রভু, তুমি বহু পাপীকে কৃপা করিয়াছ; রাজা-প্রতাপরুদ্র পাপী নহেন; তিনি শ্রীজগন্নাথের সেবক এবং তোমার একজন প্রীতিমান্ ভক্ত; তাঁহার প্রতি কৃপা করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ ॥ ৫০
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাহারে মলিন কৈল এক 'রাজা' নাম ॥ ৫১
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয় ॥ ৫২
'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি ॥ ৫৩
তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র লইয়া আইলা ॥ ৫৪
সুন্দর রাজার পুত্র—শ্যামল-বরণ।
কৈশোর-বয়স—দীর্ঘ চপল নয়ন ॥ ৫৫
পীতাম্বর ধরে, অঙ্গে রত্ন-আভরণ।
কৃষ্ণ-স্মরণের তেঁহো হৈলা উদ্দীপন ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫০-৫১। দুগ্ধ পরম পবিত্র; কিন্তু এই দুগ্ধপূর্ণ কলসেও যদি এক বিন্দু সুরা (মদ) পতিত হয়, তবে ঐ কলস অপবিত্র হয়, তখন কেহ ঐ কলস স্পর্শ করে না। সেইরূপ রাজা প্রতাপরুদ্র, সর্ব্বগুণবান্ পরমভাগবত, ইহা সত্য; কিন্তু এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি রাজা বলিয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে তাঁহার দর্শন অযোগ্য।

তাৎপর্য্য এই যে, রাজা-প্রতাপরুদ্র পরম-ভাগবত; সুতরাং তাঁহার দর্শন প্রভুর পক্ষে স্বরূপতঃ অসঙ্গত নহে—ইহা সত্য; কিন্তু রাজা পরম-ভাগবত বলিয়াই যে সন্ন্যাসী হইয়াও প্রভু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, কোনও কোনও সন্ন্যাসী হয়তো তাহা বুঝিতে পারিবে না, বুঝিতে না পারিয়া প্রভুর আচরণকে আদর্শ ধরিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়াসক্ত কোনও রাজার সহিতও সাক্ষাৎ করিবে, সাক্ষাৎ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মকে কলঙ্ক-লিপ্ত করিবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই প্রভু রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন।

ভক্তভাবাপন্ন প্রভুর স্বভাবসুলভ দৈন্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিবেচনা করিলে ৫০-৫১ পয়ারের তাৎপর্য্য এইরূপও হইতে পারে:—"রাজা প্রতাপরুদ্র পরম-ভাগবত সত্য; কিন্তু তথাপি তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজা; আর আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী; তিনি আমাকে অত্যন্ত প্রীতিও করেন। এরূপ অবস্থায় যদি আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, তাহা হইলে তাঁহার প্রীতির ভরসায় যদি আমার লোভ জাগ্রত হইয়া উঠে এবং লোভের বশীভূত হইয়া যদি আমি তাঁহার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিয়া বসি, তাহা হইলে আমার ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হইবে; সুতরাং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

৫২-৫৩। রায়-রামানন্দের কৌশলপূর্ণ আবেদন ফলপ্রসূ হইল; রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্বন্ধে প্রভুর চিত্ত বিগলিত হইল; তথাপি কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের মর্য্যাদার অনুরোধে প্রভু রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন না, রাজার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। রায়-রামানন্দের সঙ্গে রাজা এবং রাজপুত্রও নীলাচলে আসিয়াছিলেন।

**আত্মাবৈ**—জীব নিজেই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। সুতরাং পিতা ও পুত্রে স্বরূপতঃ ভেদ নাই। এজন্যই মহাপ্রভু বলিলেন, "রাজার দর্শন আমি করিতে পারি না, তবে রাজপুত্রকে আমার নিকট আনিতে পার, তিনি রাজা নহেন, তাঁহার দর্শন আমার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। আর রাজপুত্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে রাজাও মনে করিতে পারিবেন, যেন তাঁহার সহিতই আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে; কারণ, পিতা ও পুত্রে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই।"

৫৫। **দীর্ঘ-চপল নয়ন**—রাজপুত্রের নয়ন (চক্ষু) দীর্ঘ (আকর্ণবিস্তৃত) ও চপল (চঞ্চল, অস্থির) ছিল। কোনও কোনও গ্রন্থে "দীর্ঘ-কমল-নয়ন" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৫৬। **রত্ন-আভরণ**—রত্নময় অলঙ্কার; বহুমূল্য রত্নখচিত অলঙ্কার।

তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা ॥ ৫৭
এই মহাভাগবত,—যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥ ৫৮
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৫৯
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ ॥ ৬০
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহে, নাচে, করয়ে রোদন।
তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥ ৬১
তবে মহাপ্রভু তারে ধৈর্য্য করাইল।
'নিত্য আসি আমায় মিলিহ' এই আজ্ঞা দিল ॥৬২
বিদায় লঞা রায় আইলা রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া ॥ ৬৩
পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥ ৬৪
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুর ভক্তগণমধ্যে হৈলা একজন ॥ ৬৫
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ৬৬
আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।
তাহাঁ-তাহাঁ ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ ॥ ৬৭
এই মত নানা রঙ্গে দিনকথো গেল।
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল ॥ ৬৮
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছাপাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া ॥ ৬৯
তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-সেবা মাগি নিল ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**কৃষ্ণস্মরণের** ইত্যাদি—রাজপুত্রের শ্যামবর্ণ, কৈশোর বয়স, আকর্ণবিস্তৃত চঞ্চল নয়ন, পীত বসন, এবং মণিময় অলঙ্কারাদি দেখিলে সহজেই শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণেরও শ্যামবর্ণ, কৈশোর বয়স, দীর্ঘ-চপল নয়ন, পীতবসন এবং মণিময় আভরণ। কোনও বস্তুতে অপর কোনও বস্তুর একটু সাদৃশ্য দেখিলেও সেই বস্তুর কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

**উদ্দীপন**—যাহা কোনও বস্তুর স্মৃতিকে জাগাইয়া দেয়; তাহাকেই উদ্দীপন বলে।

৫৭। রাজপুত্রকে দেখিয়া প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রত হইল এবং তাহার ফলে তিনি প্রেমাবিষ্ট হইলেন; প্রেমাবেশে রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

৫৮। প্রভু বলিলেন—"এই রাজপুত্র মহাভাগবত; কারণ, ইঁহাকে দর্শন করিলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের স্মৃতি মনে জাগ্রত হয়।"

৬০। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আলিঙ্গনচ্ছলে রাজপুত্রের অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিত করিলেন। অমনি রাজপুত্রের দেহে অষ্ট-সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল।

৬১। **শ্লাঘা**—প্রশংসা।

৬৩। **চেষ্টা**—ব্যবহার, প্রেমের বিকারাদি।

৬৪। প্রেমঘন-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতে প্রেমসঞ্চার করিয়াছিলেন—রাজা এবং রাজপুত্র উভয়েরই জন্য। রাজপুত্রের যোগেই যেন প্রভু রাজার জন্য প্রেম পাঠাইলেন। প্রেম-পরিপ্লুত-দেহ রাজপুত্রকে যখন রাজা আলিঙ্গন করিলেন, তখন সেই প্রেম রাজার মধ্যেও সঞ্চারিত হইল; তৎক্ষণাৎ রাজার মনে হইল—রাজপুত্রের স্পর্শে তিনি যেন প্রভুর স্পর্শই লাভ করিলেন।

৬৭। **আচার্য্যাদি**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রভৃতি। **তাঁহা তাঁহা**—যাঁহারা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহাদের গৃহে।

৭০। **তিনজনার**—কাশীমিশ্র, পড়িছাপাত্র ও সার্ব্বভৌম এই তিনজনের। **গুণ্ডিচামন্দির** ইত্যাদি—রথযাত্রার পূর্ব্বে গুণ্ডিচামন্দির মাজিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করা হয়; মহাপ্রভু এই মাজা-ধোয়ার কাজ চাহিয়া লইলেন।

পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার ॥ ৭১
বিশেষ রাজার আজ্ঞা হয়েছে আমারে।
যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে ॥ ৭২
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৩। **তোমার যোগ্য নহে**—রথযাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথ গুণ্ডিচামন্দিরে যান, ফিরা-রথের দিন চলিয়া আসেন; সারা বৎসরের মধ্যে এই ৭।৮ দিন মাত্র তিনি গুণ্ডিচায় থাকেন, আর পৌনে বার মাসই ঐ মন্দির খালি থাকে; সুতরাং রথের পূর্ব্বে গুণ্ডিচামার্জ্জন-অর্থ সম্বৎসরের ধূলাময়লা দূর করা। ইহা একটী সহজ ব্যাপার নহে, ইহাতে গায়ে ময়লা লাগে, কাপড়ে ময়লা লাগে, আর পরিশ্রমতো আছেই; সুতরাং সাংসারিক-হিসাবে যাঁহারা পদস্থ লোক বা ভদ্রলোক, এ কাজ নিশ্চয়ই তাঁদের পক্ষে খাটেনা; ইহা তাঁদের দাস-দাসীদের কাজ; ইহা হীন কাজ। আর মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্, অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; কত কত ব্রহ্মা, কত কত রুদ্র, তাঁহার চরণ-সেবার জন্য লালায়িত—আজ তিনি কি করিতেছেন? না গুণ্ডিচা-মন্দিরে এক বৎসরে যে ধূলাবালি একত্রিত হইয়া জমাট বান্ধিয়া আছে, তাহা পরিষ্কার করিবার ভার তিনি যাচ্ঞা করিয়া লইলেন। ইহা নিশ্চয়ই তাঁর যোগ্য কাজ নহে। কিন্তু মহাপ্রভুর দুই ভাব—এক ভগবদ্‌ভাব, আর ভক্তভাব। ভক্তভাবে তিনি নিজে ভজন করিয়া জীবগণকে ভজন শিক্ষা দিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি না শিখাইলে কেইবা শিখাইবেন? তিনি জীবশিক্ষার জন্য ভক্তভাবে গুণ্ডিচা মার্জ্জনের কাজ নিলেন। মন্দির মার্জ্জন করিবেন—তাঁর জন্য নয়, কোনও বড় লোকের জন্য নয়, শ্রীজগন্নাথের জন্য; সুতরাং ইহা একটী ভজনাঙ্গ; যেহেতু, ইহাতে প্রীতির আধিক্য আছে। যাঁর প্রতি যাঁর যত বেশী প্রীতি, তাঁর জন্য তিনি তত হীন কাজ করিতে পারেন। ছেলে যখন সমস্ত শরীরে ময়লা মাখিয়া রাখে, তখন কে তাহাকে ধোয়াইতে যায়? দাস-দাসী নয়, তখন অগ্রসর হন, মা—মা-ই তাকে পরিষ্কার করিয়া কোলে নেন। কাজটী কিন্তু মেথরের—অতি হীন, তথাপি মা ইহা করেন, ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই। কেন? না তাঁর ছেলে তাঁর নিজ জন, তাহার প্রতি তাঁর যত প্রীতি, অপরের তাহা নাই। এই গুণ্ডিচায় এক বৎসরের ধূলা-ময়লা জমাট বাঁধিয়া আছে, এখানে শ্রীজগন্নাথ কিরূপে থাকিবেন? ইহা ভাবিয়া প্রেমিক ভক্তের হৃদয় বিকল হইয়া যায়। তাই উহা মার্জ্জনা করিতে তিনি অত্যন্ত উৎসুক হন। উহা মার্জ্জনা করিতে তাঁহার যত আনন্দ, তত আনন্দ আর কাহারও নাই। এই ভাবেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের ভার লইলেন। লৌকিক-হিসাবে যাহা হীন কাজ, ভজনাঙ্গ হইলে তাহাই বোধ হয় শ্রীভগবানের কৃপালাভের একটী প্রধান উপায় হয়। রাজা-প্রতাপরুদ্রকে যখন প্রভু ঝাড়ু দেওয়ারূপ হীনসেবায় নিযুক্ত দেখিলেন (২।১৩।২৪), তখন প্রভুর হৃদয় গলিয়া গেল,—ইহার ফলেই বোধ হয় তিনি প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন (২।১৪।১২-১৩)। যাঁহার দর্শন করেন নাই, তাঁকে আলিঙ্গন!! না-ই বা হইবে কেন? প্রতাপরুদ্র কে? তিনি তখনকার দক্ষিণাঞ্চলের স্বাধীন নরপতি। লৌকিক-হিসাবে তাঁর উপরে আর কেহ নাই; তাঁর আদেশ অন্যথা করে, এমন কেহও নাই। তিনি করিতেছেন কি? না, জগন্নাথের সম্মুখে ঝাড়ু দিতেছেন; হাড়ির কাজ করিতেছেন!! এমন কাজ করিতেছেন—যাহা অপেক্ষা হীন কাজ লোক-সমাজে আর নাই। ইহা করিতেছেন কে? না, যাঁহা অপেক্ষা বড় লোকও সেখানে আর কেহ নাই। ইহা দেখিয়াও যদি প্রভুর কৃপা না হইবে, তবে তাঁকে কে প্রভু বলিবে?

বোধ হয় আরও একটী রহস্য আছে। গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের কাজ প্রভু কেবল কি ভক্তভাবেই নিয়াছেন? বোধ হয় না। ইহার মধ্যে ভগবদ্‌ভাবও আছে। তাহা এই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রীতির আধিক্য না হইলে এইরূপ হীনসেবা কেহ করিতে পারে না। যে কাজে প্রীতির আধিক্য, সেই কাজে সুখেরও আধিক্য। শ্রীভগবান্‌তো কেবল সেবা পাওয়ার সুখ কি তাহাই জানেন, সেবা করার সুখ কি তাত জানেন না। সেবা পাওয়া অপেক্ষা সেবা করার সুখ যে অনেক বেশী, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। তাই ঐ সুখের লোভে ঐরূপ হীনসেবা যাচ্ঞা করিয়া

কিন্তু ঘট-সম্মার্জ্জন বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে ॥ ৭৪
তবে একশত ঘট শত সম্মার্জ্জনী।
নূতন প্রভুর আগে দিল পড়িছা আনি ॥ ৭৫
আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সভার অঙ্গে লেপিল চন্দন ॥ ৭৬
শ্রীহস্তে সভারে দিল একেক মার্জ্জনী।
সব গণ লৈয়া প্রভু চলিলা আপনি ॥ ৭৭
গুণ্ডিচামন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন ॥ ৭৮
ভিতর মন্দির উপর সব সম্মার্জ্জিল।
সিংহাসন মার্জ্জি চারি ভিত সে শোধিল ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিলেন। কৃষ্ণলীলায়ও তিনি ইহা করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের পাদ-প্রক্ষালনের ভার নিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এই শ্রীকৃষ্ণই আবার কিছুক্ষণ পরে রাজসূয়-যজ্ঞে বরণ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেন। বরণ পায়েন—যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনি। তাহা হইলে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি নিলেন ব্রাহ্মণদের পাদ-প্রক্ষালনের ভার। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের দেহ ব্রাহ্মণ—তাঁর পাদসেবায় যে আনন্দ, তাহার লোভ কি চতুরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিতে পারেন? যাহা হউক, এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ জীবশিক্ষার জন্য ইহা দেখাইলেন যে, যিনি বড়, তিনিই হীন সেবা করিতে পারেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা, সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে তাঁহাকে তত কৃপালু বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণসেবায় যে আনন্দ, তাহার অংশ তিনি অপরকে দেন নাই, নিজেই সম্পূর্ণ ভোগ করিলেন। আর দেখুন আমাদের দয়ার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা। গুণ্ডিচামার্জ্জনের আনন্দ তিনি একা ভোগ করিলেন না—এত আনন্দ একা কত ভোগ করিবেন! প্রভু আমার দাতার শিরোমণি; তাই প্রিয়পার্ষদ সকলকেই ঐ আনন্দের ভাগ দিলেন। —কেমন ভাগ দিলেন? না অল্প স্বল্প ভাগ নহে--প্রভু বলিলেন,—"কে কত করিয়াছ মার্জ্জন। তৃণ ধূলা পরিমাণে জানিব পরিশ্রম। ২।১২।৮৭।" "কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব। যার অল্প তাঁর ঠাঞি পিঠা পানা লব॥ ২।১২।১২৯॥" যে যত পরিশ্রম করিতে পারিবে, সেবার কাজ তারই তত বেশী হইবে, তারই আনন্দ তত বেশী হইবে; সুতরাং পরম দয়াল প্রভু প্রকারান্তরে ইহাই বলিলেন—"যে যত পার, এ আনন্দের ভাগ লও, এখানে কৃপণতা নাই।"

গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলার আরও একটী গূঢ় তাৎপর্য্য আছে এবং ইহাই নদীয়া-লীলার বৈশিষ্ট্য। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইলেন—রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই তিনি গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিয়াছেন। রথযাত্রার ছলে শ্রীজগন্নাথদেব বৃন্দাবন-লীলারস আস্বাদন করিতেই বাহির হইয়া থাকেন। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভু মনে করিতেছেন—তাঁহার প্রাণবল্লভ বহুকাল পরে দ্বারকা বা কুরুক্ষেত্র হইতে ব্রজে আসিতেছেন। দীর্ঘ প্রবাসের পরে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিতেছেন শুনিয়া প্রিয়বিরহ-ক্ষিন্না শ্রীরাধার আর আনন্দের সীমা নাই; সেই আনন্দের প্রেরণায় প্রাণবল্লভকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সখীবৃন্দের সহিত তিনি বহুকাল-পরিত্যক্ত নিকুঞ্জ-মন্দিরের সংস্কারে ও সজ্জায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এই ভাবের আবেশেই প্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহার মনে গুণ্ডিচাই নিকুঞ্জমন্দির এবং ভক্তবৃন্দই তাঁহার সখীবৃন্দ, আর তিনি শ্রীরাধা।

৭৪। **ঘট-সম্মার্জ্জন**—জল তোলার জন্য ঘট এবং ঝাড়ু দেওয়ার জন্য সম্মার্জ্জন (ঝাঁটা, পিছা)। **ইহাঁ**—এস্থানে।

৭৫। একশত নূতন ঘট ও একশত নূতন সম্মার্জ্জনী (পিছা) আনিয়া পড়িছা মহাপ্রভুর সাক্ষাতে দিলেন।

৭৮। **মার্জ্জনী**—সম্মার্জ্জনী; পিছা। **করিলা শোধন**—ঝাড়ু দিয়া গুণ্ডিচামন্দির পরিষ্কার করিলেন।

৭৯। **ভিতরমন্দির উপর**—মন্দিরের ভিতরের দিকে উপরের অংশ অর্থাৎ ছাদ ও দেওয়াল প্রভৃতি। **চারিভিত**—চারিদিকের দেওয়াল।

ভিতর মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন ॥ ৮০
চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে।
আপনি শোধয় প্রভু শিখায়ে সভারে ॥ ৮১
প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে—লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে—করে নিজকাম ॥ ৮২
ধূলিধূসর-তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহো কাঁহো অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন ॥ ৮৩
ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥ ৮৪
তৃণ ধূলি ঝিকর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লইয়া ॥ ৮৫
এইমত ভক্তগণ করি নিজ বাসে।
তৃণ ধূলী বাহিরে ফেলে পরম হরিষে ॥ ৮৬
প্রভু কহে—কে কত করিয়াছে মার্জ্জন।
তৃণধূলি-পরিমাণে জানিব পরিশ্রম ॥ ৮৭
সভার ঝাটিনা বোঝা একত্র করিল।
সভা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥ ৮৮
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুন সভাকারে দিল করিয়া বণ্টন—॥ ৮৯
সূক্ষ্ম ধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর ॥ ৯০
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ৯১
আর শতজন শত ঘটে জল ভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি ॥ ৯২
জল আন বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শতঘট আনি প্রভু আগে দিল ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৮০। **পাছে**—ভিতর মন্দির মার্জ্জনের পরে। **শ্রীজগমোহন**—ভিতর মন্দিরের বাহিরের অংশ; নাটমন্দির। **শোধিলেন**—পরিষ্কার করিলেন।

৮১। **সম্মার্জ্জনী করে**—ঝাঁটা হাতে করিয়া দণ্ডায়মান।

৮২। **নিজকাম**—মন্দির মার্জ্জনরূপ নিজের কার্য্য। কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণকাম" পাঠও দৃষ্ট হয়; অর্থ—কৃষ্ণের কার্য্য; কৃষ্ণের প্রীতিজনক কার্য্য, মন্দিরমার্জ্জন।

৮৩। **ধূলিধূসর তনু**—ঝাঁটু দিতে যে ধূলা উড়ে, সেই ধূলায় প্রভুর দেহ ধূসরবর্ণ হইয়া গিয়াছে। **ধূসর**—ধূলার বর্ণ। **শোভন**—সুন্দর; মনোহর। **কাঁহো কাঁহো**—কোথাও কোথাও; কোনও কোনও স্থানে। **অশ্রুজলে**—প্রেমাবেশজনিত অশ্রু। প্রভু মন্দিরে ঝাঁটু দিতেছেন, আর প্রেমাবেশে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। অশ্রুনামক সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইল।

৮৪। **প্রাঙ্গণ**—মন্দিরের বাহিরের উঠান। **আবাস**—গৃহ।

৮৫। **ঝিকর**—মাটীর পাত্রভাঙ্গা খোলা। প্রভু তৃণ-ধূলি-ঝিকরাদি একত্র করিয়া নিজের বহির্ব্বাসে লইয়া বাহিরে নিয়া ফেলিয়া দিলেন।

৮৬। **এইমত**—প্রভুর ন্যায়; প্রভুর অনুকরণে। **নিজবাসে**—নিজ নিজ কাপড়ে লইয়া।

৮৭। **তৃণধূলি-পরিমাণে** ইত্যাদি—ঝাঁটু দিয়া যিনি যত বেশী তৃণ-ধূলি একত্রিত করিতে পারেন, তাঁহারই তত বেশী পরিশ্রম করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিব—মন্দির-মার্জ্জনের কাজ তিনিই তত বেশী করিয়াছেন বলিয়া মনে করিব।

৮৮। **ঝাটিনা বোঝা**—ঝাঁটু দিয়া যেসমস্ত ধূলি-কঙ্করাদি একত্রিত করা হইয়াছে, তাহার বোঝা।

৮৯। **অভ্যন্তর**—মন্দিরের ভিতর অংশ। **করিয়া বণ্টন**—স্থান ভাগ করিয়া দিলেন।

৯২। **কালাপেক্ষা করিয়া**—মন্দির ধোয়ার সময়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া।

প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ-অধ-ভিত্তি গৃহমধ্য সিংহাসন॥ ৯৪
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধে শোধি ভিত প্রক্ষালিল॥ ৯৫
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন॥ ৯৬
ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন॥ ৯৭
কেহো জলঘট দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহো ছলে জল দেয় চরণ-উপরে॥ ৯৮
কেহো লুকাইয়া করে সেই জল পান।
কেহো মাগি লয়, কেহো অন্যে করে দান॥ ৯৯
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল॥ ১০০
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজবস্ত্রে মার্জ্জিলেন সিংহাসন॥ ১০১
শতঘট জলে হৈল মন্দির-মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন॥ ১০২
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে॥ ১০৩
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি, কেহো কূপে জল ভরে॥ ১০৪
পূর্ণকুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্যঘট লঞা যায় আর শতজন॥ ১০৫
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।
ইঁহা বিনু আর সব আনে জল ভরি॥ ১০৬
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শতশত ঘট তাহাঁ লোকে লঞা আইল॥ ১০৭
জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ-হরি-ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি॥ ১০৮
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন॥ ১০৯
যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সর্ব্ব-কামে॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৯৪। **ঊর্দ্ধ-অধ-ভিত্তি**—মন্দিরের উপর, নীচ এবং দেওয়াল।

৯৫। **খাপরা**—ভাঙ্গাঘটের খোলা। অথবা, যুক্তকরের অঞ্জলি। **ঊর্দ্ধে চালাইল**—উপরের দিকে ছিটাইয়া দিল। **ভিত**—দেওয়াল; অথবা মেজে। **প্রক্ষালিল**—ধুইল।

১০০। **প্রণালিকা**—নর্দ্দমা; জল বাহির হইয়া যাওয়ার রাস্তা।

১০২। **যেন নিজ মন**—নিজের মনের ন্যায় নির্ম্মল, শীতল ও স্নিগ্ধ।

১০৩। **আপন হৃদয় যেন** ইত্যাদি—মন্দিরের নির্ম্মলতা, শীতলতা ও স্নিগ্ধতা দেখিয়া মনে হয়, প্রভু যেন নিজের হৃদয়কেই বাহির করিয়া শ্রীমন্দিররূপে বাহিরে ধরিয়া রাখিয়াছেন—শ্রীজগন্নাথের বিশ্রামের নিমিত্ত।

১০৪। **ঘাটে স্থল নাহি**—লোকের ভিড়ে সরোবরের (পুকুরের) ঘাটে যায়গা হয় না বলিয়া। **কূপে**—কূয়ায়।

১০৫। **পূর্ণকুম্ভ**—জলপূর্ণ কলস। **আইসে**—ঘাট হইতে গুণ্ডিচামন্দিরে জলপূর্ণ কলস লইয়া আইসে। **শূন্যঘট**—ধোয়ার পরে জল শেষ হইয়া যাওয়ায় শূন্যঘট। **লঞা যায়**—জল আনিবার নিমিত্ত ঘাটে যায়।

১০৬। **নিত্যানন্দাদ্বৈত**—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। **স্বরূপ**—স্বরূপদামোদর। **ভারতী**—ব্রহ্মানন্দ ভারতী। **পুরী**—পরমানন্দপুরী। **ইঁহা বিনু**—উক্ত পাঁচজন ব্যতীত।

১০৯-১০। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মধ্যে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, পরস্পরের মধ্যে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে তাঁহারা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ", "হরে কৃষ্ণ" "জয় গৌর", "জয় নিতাই" ইত্যাদি ভগবন্নামের উচ্চারণ করিয়া থাকেন; এই ভাবে যাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, কি জন্য তাঁহাকে ডাকা হইতেছে, তাহা হইতেই যদি তিনি তাহা বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে আর কিছু বলা হয় না; নচেৎ তাহা বলা হয়। গুণ্ডিচা-মার্জ্জনকালে

প্রেমাবেশে প্রভু কহে 'কৃষ্ণকৃষ্ণ'-নাম।
একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম ॥ ১১১
শত হাতে করে যেন ক্ষালন-মার্জ্জন।
প্রতিজনপাশে যাই করায় শিক্ষণ ॥ ১১২
ভাল কর্ম্ম দেখি তারে করেন প্রশংসন।
মন না মানিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন—॥ ১১৩
তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভালকর্ম্ম সেহো যেন করে ॥ ১১৪
এ কথা শুনিঞা সভে সঙ্কোচিত হঞা।
ভালমতে করে কর্ম্ম সভে মন দিয়া ॥ ১১৫
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন।
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন ॥ ১১৬
নাটশালা ধুই ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ।
পাকশালা-আদি সব কৈল প্রক্ষালন ॥ ১১৭
মন্দিরের চতুর্দ্দিগ্ প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥ ১১৮
হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘটজল ॥ ১১৯
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ-রোষ হৈল ॥ ১২০
যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ।
শিক্ষা-লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ ॥ ১২১
স্বরূপগোসাঞিরে আনি কহিল তাহারে—।
এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে ॥ ১২২
ঈশ্বরমন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল ॥ ১২৩
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক ফৈজতি ॥ ১২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঁহার ঘটের জল ফুড়াইয়া যাইত, তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া শূন্য ঘট দেখাইতেন; তাহাতে বুঝা যাইত, তিনি জল চাহিতেছেন—অমনি অপর কোনও ভক্ত ঘট লইয়া জল আনিতে যাইতেন; যিনি জল লইয়া আসিতেন, তিনিও "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া যাঁহার জলের দরকার, তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। এইরূপে তাঁহারা যাহা কিছু বলিতেন, কৃষ্ণনামের সঙ্কেতেই তাহা প্রকাশ করিতেন।

১১২। **করায় শিক্ষণ**—পরিপাটীর সহিত কিরূপে মার্জ্জনাদি করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দেন।

১১৩। **মন না মানিলে**—মনের মত না হইলে। **পবিত্র ভর্ৎসন**—মিষ্টকথায় বা প্রশংসার ছলে তিরস্কার। পবিত্র ভর্ৎসনের উদাহরণ পরবর্ত্তী পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

১১৪। **তুমি ভাল** ইত্যাদি—পবিত্র ভর্ৎসনার নমুনা এই পয়ারে।

১১৭। **নাটশালা**—নাটমন্দির। **চত্বর-প্রাঙ্গণ**—উঠান।

১১৯। **সুবুদ্ধি সরল**—বুদ্ধিমান্ অথচ সরল-প্রকৃতি। **গৌড়িয়া**—বঙ্গদেশবাসী।

১২০। **দুঃখ-রোষ**—দুঃখ ও ক্রোধ।

১২১। **শিক্ষা লাগি**—জীবশিক্ষার নিমিত্ত; ভগবন্মন্দিরে অপরের পাদোদক গ্রহণাদি, অথবা যিনি পাদোদকাদি দিতে অসম্মত তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহার পাদোদকাদি গ্রহণ করা সঙ্গত নহে—ইহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত।

১২২। **তোমার গৌড়িয়ার** ইত্যাদি—যিনি প্রভুর চরণে জল দিয়াছিলেন, তিনি বোধ হয় স্বরূপদামোদরের অনুগত ছিলেন; অথবা, স্বরূপদামোদর প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন বলিয়া প্রেমকোপে তাঁহার উপরেই প্রভু দোষারোপ করিলেন—যেন উক্ত গৌড়িয়াকে আচরণ শিক্ষা দেওয়া স্বরূপদামোদরেরই কর্ত্তব্য ছিল।

১২৪। **ফৈজতি**—গোলমাল।

তবে স্বরূপগোসাঞি তার ঘাড়ে হাথ দিয়া।
ঢেকা মারি পুরীর বাহিরে কৈল লৈয়া ॥ ১২৫
পুন আসি প্রভুর পায় করিল বিনয়—।
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায় ॥ ১২৬
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা।
সারি করি দুইপাশে সভারে বসাইলা ॥ ১২৭
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাথে।
তৃণ কাঁটা কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে ॥ ১২৮
'কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প, তার ঠাঞি পিঠা পানা লব ॥' ১২৯
এইমত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন ॥ ১৩০
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥ ১৩১
এইমত পুর-দ্বার অগ্রে পথ যত।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত ? ॥ ১৩২
নৃসিংহমন্দির ভিতর-বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল ॥ ১৩৩
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ-সম ॥ ১৩৪
স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু পুলক হুঙ্কার।
নিজ-অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার ॥ ১৩৫
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণমাসে মেঘ যেন করে বরিষণ ॥ ১৩৬
মহা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥ ১৩৭
স্বরূপের উচ্চগান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড-নৃত্য করে গৌররায় ॥ ১৩৮
এইমতে কথোক্ষণ নৃত্য করিয়া।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া ॥ ১৩৯
আচার্য্যগোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিলা ভগবান্ ॥ ১৪০
প্রেমাবেশে নৃত্যে তিঁহো হইলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তেঁহ পড়িলা ভূমিতে ॥ ১৪১

### গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৫। **ঢেকা মারি**—ধাক্কা দিয়া। গৌড়িয়ার ভক্তি দেখিয়া প্রভু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন ; তথাপি জীব-শিক্ষার জন্য ভক্তভাবে তিনি কপট রোষ প্রকাশ করিলেন। জ্ঞাতসারে কাহাকেও পাদোদক দেওয়া—বিশেষতঃ শ্রীমন্দিরের মধ্যে—ভক্তের পক্ষে সঙ্গত নহে, ইহাই প্রভু শিক্ষা দিলেন।

১২৬। **অজ্ঞ-অপরাধ**—অজ্ঞের অপরাধ। **জুয়ায়**—সঙ্গত হয়। এই গৌড়িয়া অজ্ঞ, ব্যবহার জানে না ; তাহার অপরাধ ক্ষমা করাই সঙ্গত।

১২৯। **পিঠা-পানা লব**—শাস্তিস্বরূপে আমাদের সকলকে তাঁহার পিঠা-পানা খাওয়াইতে হইবে।

১৩২। **পুর-দ্বার**—মন্দিরের ভিতর ও দরজা। **অগ্রে পথ**—সম্মুখস্থ রাস্তা।

১৩৩। **নৃসিংহ-মন্দির**—গুণ্ডিচামন্দিরের নিকটেই শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির।

১৩৫-৩৬। **নিজ অঙ্গ** ইত্যাদি—মহাপ্রভুর প্রেমাশ্রু এতই প্রবলবেগে ঝরিতে লাগিল যে, তাহাতে প্রভুর নিজের অঙ্গ তো ধৌত হইলই, অধিকন্তু চারিদিকে অবস্থিত ভক্তদের অঙ্গও ধৌত হইল।

১৩৭। **প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে** ইত্যাদি—ভূমিকম্পের সময়ে মাটী যেরূপ কাঁপিয়া উঠে, উদ্দণ্ড-নৃত্যের বেগেও সেস্থানের মাটী যেন সেইরূপ কাঁপিতে লাগিল।

১৩৮। **উচ্চ গান**—উচ্চস্বরে গান। **ভায়**—ভাল লাগে।

১৪০। **আচার্য্য গোসাঞির**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের। **ভগবান্**—মহাপ্রভু।

১৪১। **তিঁহো**—শ্রীগোপাল।

আস্তেব্যস্তে আচার্য্যগোসাঞি তারে লৈল কোলে।
শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে ॥ ১৪২
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলঝাঁটি।
হুহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি ॥ ১৪৩
অনেক করিল, তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥ ১৪৪
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাথ দিল।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বর কৈল ॥ ১৪৫
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
'হরি' বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ ॥ ১৪৬
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন ॥ ১৪৭
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা ॥ ১৪৮
তীরে উঠি পরি সভে শুষ্ক বসন।
নৃসিংহদেব নমস্করি গেলা উপবন ॥ ১৪৯
উদ্যানে বসিল প্রভু ভক্তগণে লঞা।
তবে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইয়া ॥ ১৫০
কাশীমিশ্র তুলসী-পড়িছা দুইজন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ ॥ ১৫১
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল ॥ ১৫২
পুরীগোসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৫৩
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্করারণ্য ন্যায়াচার্য্য রাঘব বক্রেশ্বর ॥ ১৫৪
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডোপরি বৈসে প্রভু লঞা এত জন ॥ ১৫৫
তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥ ১৫৬
'হরিদাস!' বলি প্রভু ডাকে ঘনেঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন—॥ ১৫৭
ভক্তসঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ॥ ১৫৮
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুন না বলিলা তারে ॥ ১৫৯
স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর ॥ ১৬০
পরিবেশন করে তাহাঁ এই সাতজন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥ ১৬১

---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**১৪২। আস্তেব্যস্তে**—সন্ত্রস্ত হইয়া, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। **শ্বাসরহিত**—গোপালের নাসায় শ্বাস ছিলনা। **বিকলে**—বিহ্বল।

**১৪৩।** বাৎসল্যের আবেশে আচার্য্য-গোসাঞি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র গোপালের দেহে অপদেবতার ভর হইয়াছে; তাই তিনি নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া গোপালের গায়ে জল ছিটাইতে লাগিলেন। নৃসিংহের মন্ত্রপূত জল ছিটাইলে অপদেবতার আবেশ দূর হয় বলিয়া কথিত আছে। **হুহুঙ্কারশব্দে**—আচার্য্যের হুঙ্কারে।

**১৫১। তুলসী-পড়িছা**—তুলসী-নামক পড়িছা। **পঞ্চশতলোক**—পাঁচশত লোক; ইহা হইতে বুঝা যায়, পাঁচশত লোক গুণ্ডিচামার্জ্জনের কাজে যোগ দিয়াছিলেন।

**১৫৯। মন জানি**—হরিদাসের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া। দৈন্যবশতঃ হরিদাস-ঠাকুর অপর ভক্তদের সঙ্গে বসিবার অযোগ্য বলিয়া নিজেকে মনে করিতেন; বিশেষতঃ প্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রাপ্তির জন্যও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই তিনি সেই সময়ে প্রভুর সঙ্গে ভোজনে বসিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

**১৬০-৬১।** সাতজন পরিবেশকের মধ্যে বাণীনাথ ছিলেন রামানন্দরায়ের ভাই; তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না; অথচ তিনিও মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতেছিলেন; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ নাই।

পুলিনভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল॥ ১৬২
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈল স্থির॥ ১৬৩
প্রভু কহে—মোরে দেহ লাফরা-ব্যঞ্জনে।
পিঠা-পানা অমৃতগুটিকা দেহ ভক্তগণে॥ ১৬৪
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন—যারে যেই ভায়।
তারে তারে সেই দেওয়ায় স্বরূপদ্বারায়॥ ১৬৫
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে॥ ১৬৬
যদ্যপিহ দিলে প্রভু তারে করেন রোষ।
বলে ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ॥ ১৬৭
পুন আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥ ১৬৮
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তার আগে কিছু খায়, মনে এই ত্রাস॥ ১৬৯
স্বরূপগোসাঞি ভাল মিষ্টপ্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া॥ ১৭০
এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন॥ ১৭১
এত বলি কিছু আগে করে সমর্পণ।
তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥ ১৭২
এইমত দুইজন করে বারবার।
চিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ-ব্যবহার॥ ১৭৩
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাইয়াছেন নিজ পাশে।
দুইভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে॥ ১৭৪

---

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

১৬২। **পুলিন**—নদীর বালুকাময়তীর। **পুলিন-ভোজনলীলা**—ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রাখালগণের সঙ্গে এক সময়ে যমুনাতীরে পুলিন-ভোজন-লীলা করিয়াছিলেন। রাখালগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে যে খাওয়ার আনিয়াছিলেন, সকলে একত্রে বসিয়া কৃষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া তাহা খাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু উদ্যানে বসিয়া ভক্তগণের সঙ্গে যখন ভোজন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পুলিনভোজন-লীলার কথা স্মরণ হইয়াছিল; সঙ্গীয় ভক্তগণকে বোধ হয় তাঁহার ব্রজরাখাল বলিয়া মনে হইতেছিল এবং তাঁহাদের মধ্যস্থলে থাকিয়া তিনি নিজে পুলিনভোজনরত শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্রজরাখালদের প্রতি তাঁহার যে প্রেম, সেই প্রেমে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।

অথবা, অন্যরূপ ভাবের আবেশও হইতে পারে। ব্রজের পুলিন-ভোজনের সময়ে শ্রীরাধা উপস্থিত ছিলেন না; পরে অবশ্যই তিনি স্বীয় প্রাণবল্লভের সেই লীলার কথা শুনিয়াছেন, শুনিয়া প্রাণবল্লভের সেই লীলার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া প্রেমাবিষ্টও হইয়াছিলেন। শ্রীরাধার সেই প্রেমাবেশের ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুও সেই ভাবেই পুলিন-ভোজন-লীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন।

১৬৩। **প্রেমাবেশে**—পুলিন-ভোজনের স্মৃতিতে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। **সময় বুঝিয়া**—ভোজনের সময়ে প্রেমাবেশ বাড়িতে থাকিলে সকলের ভোজনে বিঘ্ন হইবে ভাবিয়া।

১৬৫। **যারে যেই ভায়**—যাহার যাহা ভাল লাগে।

১৬৭। **সন্তোষ**—জগদানন্দের সন্তোষ।

১৬৮। **তার ভয়ে**—জগদানন্দের ভয়ে; না খাইলে জগদানন্দ রাগ করিয়া হয়তো উপবাসই করিবেন, এই ভয়ে। **করে নিরীক্ষণ**—প্রভু খাইলেন কিনা দেখেন।

১৬৯। **তার আগে**—জগদানন্দের সাক্ষাতে। **ত্রাস**—ভয়; জগদানন্দ উপবাস করিবেন বলিয়া ভয়। অন্ত্যলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৭৩। **দুইজন**—জগদানন্দ ও স্বরূপদামোদর। **চিত্র**—বিচিত্র; অদ্ভুত। **স্নেহব্যবহার**—প্রীতি-মূলক আচরণ।

১৭৪। **স্নেহ**—প্রভুর প্রতি প্রীতি।

সার্ব্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বারবার করান ভোজন ॥ ১৭৫
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী—॥ ১৭৬
কাহাঁ ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড়-ব্যবহার।
কাহাঁ এই পরমানন্দ, করহ বিচার ॥ ১৭৭
সার্ব্বভৌম কহে—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ্‌সিদ্ধি ॥ ১৭৮
মহাপ্রভু বিনা কেহো নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয় ? ॥ ১৭৯
তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ-হরি' ॥ ১৮০
কাহাঁ বহির্ম্মুখ-তার্কিক-শিষ্যগণ সঙ্গে।
কাহাঁ এই সঙ্গ-সুধাসমুদ্র-তরঙ্গে ॥ ১৮১
প্রভু কহে—পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা-সঙ্গে আমাসভার হৈল কৃষ্ণে মতি ॥ ১৮২
ভক্তমহিমা বাঢ়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু-সম আর নাহি ত্রিজগতে ॥ ১৮৩
তবে প্রভু প্রত্যেকে সবভক্ত-নাম লঞা।
পিঠাপানা দেওয়াইলা প্রসাদ করিয়া ॥ ১৮৪
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই ॥ ১৮৫
অদ্বৈত কহে—অবধূত-সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি।
ভোজন করি, না জানিয়ে হবে কোন্ গতি ? ॥১৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮০। **তার্কিক-শৃগাল**—তার্কিকরূপ শৃগাল; **তার্কিক**—কুতর্ক-পরায়ণ।

১৮১। **পূর্ব্বসিদ্ধ**—তোমার কৃষ্ণপ্রীতি পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ।

১৮৪। **প্রসাদ করিয়া**—অনুগ্রহ করিয়া।

১৮৫। **ক্রীড়া-কলহ**—ক্রীড়ার (খেলার) নিমিত্ত কলহ; অথবা, ক্রীড়ারূপ কলহ; প্রেম-কোন্দল। এই ক্রীড়াকলহের নমুনা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে দেওয়া হইয়াছে।

১৮৬। **অবধূত**—সন্ন্যাসীবিশেষ। তন্ত্রমতে অবধূত চারিরকমের; ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, ভক্তাবধূত ও হংসাবধূত। হংসাবধূতকে তুরীয়-অবধূতও বলে। তুরীয়-অবধূত কোনও বর্ণের বা আশ্রমের চিহ্নই ধারণ করেন না। অবধূত স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ; কিন্তু স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইয়াও অধ্যাত্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং তত্ত্ববিচারদ্বারাই অবধূত কালক্ষেপ করেন। "অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ। অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ৮। ২৮৩॥" (২।৩।৮২-৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **একপংক্তি**—এক সারিতে একত্রে বসিয়া।

তুরীয় অবধূত কোনও আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করেন না বলিয়া এবং স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দকে তুরীয়-অবধূতের শ্রেণীতে ফেলিয়া পরিহাস করিয়াছেন।

১৮৬-১৯২ পয়ার-সমূহের প্রত্যেকটীরই দুইরকম অর্থ—নিন্দাপক্ষে ও স্তুতিপক্ষে। যথাশ্রুত অর্থ নিন্দাবাচক এবং প্রকৃত অর্থ স্তুতিবাচক।

এই ১৮৬ পয়ারের যথাশ্রুত নিন্দাবাচক অর্থঃ—শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"নিত্যানন্দ তো অবধূত; যেহেতু, ব্রাহ্মণাদি কোনও বর্ণের চিহ্নও তাঁহাতে নাই, সন্ন্যাসের চিহ্নও নাই; লোকাচার, বেদাচার, সামাজিক আচার—কিছুই তিনি পালন করেন না; যেহেতু তিনি স্বেচ্ছাচারী অবধূত। আমি সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ। এরূপ আচারভ্রষ্ট অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিলে সামাজিক প্রথানুসারে ব্রাহ্মণকে সমাজচ্যুত হইতে হয়; আমি কিন্তু আচারভ্রষ্ট নিত্যানন্দের সহিতই আহার করিতেছি; জানিনা আমার অদৃষ্টে কি আছে; হয়তো সমাজচ্যুতই হইতে হইবে এবং পরকালেও নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। (এ সমস্ত পরিহাসোক্তি)।

স্তুতিবাচক অর্থ—"যাহারা মায়াবদ্ধ সাংসারিক জীব, তাহারাই বর্ণ ও আশ্রমের চিহ্নাদি ধারণ করিয়া থাকে; যিনি ঈশ্বর, বর্ণাশ্রম-চিহ্ন ধারণের প্রথা তাঁহার জন্য নয়। শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বর—লোকাচার, বেদাচারাদির অতীত,

প্রভু ত সন্ন্যাসী ; উঁহার নাহি অপচয়।
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥ ১৮৭

"নান্নদোষেণ মস্করী" এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান ॥ ১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন পরম-সৌভাগ্যের বিষয় ; শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা করিয়া আমাকে এই সৌভাগ্য দান করিয়াছেন ; ইহার ফলে যে কোন্ অনির্ব্বচনীয় পরমা গতি লাভ হইতে পারে জানিনা ( কেন না, তৎসম্বন্ধে কোনও ধারণাই আমার নাই। তাৎপর্য্য এই যে—ইহার ফলে পরমানন্দজনক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি লাভ হইয়া থাকে )।"

**১৮৭-৮৮। সন্ন্যাসী**—( স্তুতি অর্থে ) সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত এবং সর্ব্ববিধ আসক্তিশূন্য আত্মারাম। **অপচয়**—ক্ষতি। **অন্নদোষ**—সামাজিক হিসাবে যাহারা অস্পৃশ্য বা অপাংক্তেয়, তাহাদের স্পৃষ্ট বা পাচিত অন্ন সামাজিক দৃষ্টিতে উচ্চবর্ণের পক্ষে দূষিত—সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য ; এই অন্ন গ্রহণ করিলে সমাজচ্যুতিজনক দোষ ঘটে। কিন্তু এইরূপ দূষিত অন্ন গ্রহণ করিলেও সন্ন্যাসীর কোনওরূপ দোষ হয় না। সন্ন্যাসীর আহার্য্য সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলেন—"বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্। দেশংকালং তথা পাত্রমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥—ব্রাহ্মণের অন্ন হউক বা চণ্ডালের অন্ন হউক, যে কোনও ব্যক্তির অন্ন যে কোনও দেশ হইতে সমাগত হউক, দেশ-কাল-পাত্র বিচার না করিয়া ( সন্ন্যাসী ) তাহা ভোজন করিবেন। ৮।২৮২ ॥" এই সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণও আছে—"নান্নদোষেণ মস্করী। সন্ন্যাসোপনিষৎ। ৭২ ॥" **নান্নদোষেণ**—ন অন্নদোষেণ নান্নদোষেণ, অন্নদোষের দ্বারা ( দূষিত হয় না )। **মস্করী**—সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। "মা কর্ত্তুং কর্ম্ম নিষেদ্ধুং শীলমস্য ( মস্কর-মস্করিণৌ বেণু-পরিব্রাজকয়োঃ। পা। ৩।১।১৫৪ ॥ ) ইতি নিপাত্যতে। বিশ্বকোষ। কর্ম্ম করিতে নিষেধ করেন বলিয়াই সন্ন্যাসীকে মস্করী বলে।" **নান্নদোষেণ মস্করী**—অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ হয় না। "নান্নদোষেণ মস্করী" বাক্যটী একটী শ্রুতিবাক্যের অংশ ; সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই—"ন বায়ুঃ স্পর্শদোষেণ নাগ্নির্দহনকর্ম্মণা। নাপোমূত্রপুরীষাভ্যাং নান্নদোষেণ মস্করী ॥—স্পর্শদোষে ( অপবিত্র বস্তুর স্পর্শেও ) বায়ু দূষিত ( অস্পৃশ্য ) হয় না, দহনকার্য্যে ( অপবিত্র অস্পৃশ্য বস্তুকে দগ্ধ করিলেও ) অগ্নি দূষিত ( অপবিত্র ) হয় না, মল-মূত্র দ্বারা ( মলের স্পর্শে বা মলমূত্রের সহিত মিশ্রিত হইলেও বৃহৎ জলরাশির ) জল দূষিত ( অপবিত্র ) হয় না এবং অন্নদোষে ( সামাজিক হিসাবে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় জাতির অন্ন গ্রহণ করিলেও সন্ন্যাসীর দোষ হয় না—সন্ন্যাসোপনিষৎ।৭২।" উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে আছে—"চরেন্মাধুকরং ভৈক্ষ্যং যতি র্ম্লেচ্ছকুলাদপি। একান্নং নতু ভুঞ্জীত বৃহস্পতিসমাদপি ॥—( সঙ্কল্পরহিত হইয়া তিন, পাঁচ বা সাত বাড়ী হইতে মধুমক্ষিকার ন্যায় অল্প অল্প করিয়া সংগৃহীত ভিক্ষান্নকে মাধুকর বলে ; এক বাড়ী হইতে অধিক-পরিমাণে—নিজের প্রয়োজনানুরূপ—গৃহীত ভিক্ষান্নকে একান্ন বলে )। প্রয়োজন হইলে ম্লেচ্ছকুল হইতেও সংগ্রহ করিয়া মাধুকর-বৃত্তির আচরণ করিতে পারেন, কিন্তু বৃহস্পতিতুল্য ব্যক্তির নিকট হইতেও কখনও একান্ন (একজনের নিকট হইতে নিজের প্রয়োজনীয় সমস্ত আহার্য্য) সংগ্রহ করিবেনা। সন্ন্যাসোপনিষৎ। ৭১।" এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ম্লেচ্ছান্ন-গ্রহণেও সন্ন্যাসীর দোষ হয় না। পরবর্ত্তী এক শ্লোকে দেখা যায়—"অভিশপ্তং চ পতিতং পাষণ্ডং দেবপূজকম্। বর্জ্জয়িত্বা চরেদ্ ভৈক্ষ্যং সর্ব্ববর্ণেষু চাপদি ॥—আপৎকালে অভিশপ্ত, পতিত, পাষণ্ড এবং দেবপূজককে বর্জ্জন করিয়া সকল বর্ণের অন্নই সন্ন্যাসী গ্রহণ করিতে পারেন। সন্ন্যাসোপনিষৎ।৭৪।" ইহা হইতেও বুঝা যায়—অন্নবিষয়ে সন্ন্যাসীর পক্ষে জাতি-বিচারের প্রয়োজন নাই, ব্যক্তিগত দোষাদির বিচার মাত্র প্রয়োজনীয় ; পতিত-পাষণ্ড ব্রাহ্মণের অন্নও গ্রহণীয় নয় ; শুদ্ধচিত্ত শ্বপচের অন্নও গ্রহণীয় হইতে পারে। পূর্ব্বোদ্ধৃত মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের ৮।২৯২ শ্লোকেও এইরূপ উক্তিই দেখিতে পাওয়া যায়।

**পয়ারার্থ।** পূর্ব্বপয়ারের যথাশ্রুত অর্থ ধরিয়া কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—"অদ্বৈত! তুমি এত ভীত হইয়াছ কেন? স্বয়ং প্রভুও তো অবধূতের সহিত এক পংক্তিতে ভোজনে বসিয়াছেন।" তদুত্তরে শ্রীঅদ্বৈত

জন্মকুল শীলাচার না জানি যাহার। | তার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি—বড় অনাচার ॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিতেছেন ( যথাশ্রুত অর্থ )—"না, প্রভুর অবস্থা ও আমার অবস্থা একরূপ নহে। প্রভু গৃহস্থ নহেন; তিনি সন্ন্যাসী; গৃহস্থের বিধি-নিষেধ প্রভুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে; অপাংক্তেয় লোকের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া খাইলে গৃহস্থের সমাজচ্যুতি ঘটে; কিন্তু সন্ন্যাসীর তাহাতে দোষ নাই; সন্ন্যাসীর পক্ষে অন্নদোষের বিচার নাই; অপাংক্তেয় লোকের স্পৃষ্ট অন্নও সন্ন্যাসী গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তাহা পারেনা, আমি গৃহস্থ এবং ব্রাহ্মণ; গৃহস্থের এবং ব্রাহ্মণের বিধি-নিষেধ আমি উপেক্ষা করিতে পারিনা; তাই আমার চিন্তার কারণ হইয়াছে; এসম্বন্ধে প্রভুর কোনও চিন্তার কারণ নাই।"

স্তুতিবাচক অর্থ—"শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বর; আর মহাপ্রভুও সন্ন্যাসী অর্থাৎ সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্ববিধ-আসক্তিশূন্য আত্মারাম ভগবান্; তিনি পূর্ণস্বরূপ; সুতরাং কোনও কিছুতেই তাঁহার কোনওরূপ অপচয় বা পূর্ণতার হানি হইতে পারে না। পূর্ণতম ভগবান্ হইলেও, আত্মারাম হইলেও, কোনরূপ আসক্তি বা বাসনা তাঁহার না থাকিলেও তাঁহার ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তদত্তদ্রব্যাদি—জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভক্তের পাচিত অন্নাদিও—ভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সামাজিক প্রথানুসারে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের অন্ন গ্রহণ সাংসারিক লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ ধর্ম্ম বটে; কিন্তু ভগবানের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে; কারণ, জাতিবর্ণবিভাগ এবং তদনুকূল বিধিনিষেধ সমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষার নিমিত্তই সৃষ্ট; লোক-সমাজের সহিত শ্রীভগবানের কোনও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সামাজিক বিধি-নিষেধের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। অধিকন্তু, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার চক্ষে সমান—সকলেই তাঁহার নিত্যদাস; সকলের সেবাই তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি কৃপা করিয়া আমার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া থাকিলেও তাঁহাতে ও আমাতে অনেক পার্থক্য। তিনি মায়াতীত, সর্ব্ববিধ-বিধিনিষেধের অতীত, সর্ব্ববিধ আসক্তিবিবর্জ্জিত; আমি কিন্তু গৃহস্থ—গৃহাসক্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রমেই পড়িয়া আছি, সাংসারিক সুখভোগের মোহে মত্ত হইয়া। আবার, সামাজিক প্রথানুসারে শ্রেষ্ঠবর্ণে অবস্থিত বলিয়া তদুচিত অভিমানও—ব্রাহ্মণ বলিয়া অহঙ্কারও—আমার আছে; পরমদয়াল ভগবানের চক্ষুতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই সমান; কিন্তু অভিমানী আমার চক্ষুতে ইতর প্রাণীর কথা তো দূরে—ভগবানের সৃষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে মানুষ, "নরতনু ভজনের মূল" বলিয়া দেবতারাও যে মানুষের দেহ প্রার্থনা করেন, সেই মানুষের মধ্যেও যাহারা আমার ন্যায় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহাদিগকে আমি আমা-অপেক্ষা হেয় মনে করি, অনেককে আমি আমার স্পর্শের অযোগ্যও মনে করিয়া থাকি! এতাদৃশ সংসারাসক্ত, এতাদৃশ দাম্ভিক, এতাদৃশ দোষবহুল আমার সঙ্গেও এক পংক্তিতে বসিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহারই অভিন্ন-কলেবর শ্রীনিত্যানন্দ আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃপালুতার, তাঁহাদের পতিতপাবন-গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।"

১৮৯। **জন্মকুলশীলাচার** ইত্যাদি—কোথায় কোন্ সময়ে জন্ম হইয়াছে, কোন্ কুলে ( বংশে ) জন্ম হইয়াছে, শীল ( বা প্রকৃতি, স্বভাব, দোষ-গুণাদি ) কিরূপ, আচার ( ব্যবহার ) কিরূপ—যাঁহার সম্বন্ধে এসমস্ত কিছুই জানা নাই ( যথাশ্রুত অর্থ )। অনাদি এবং অজ বলিয়া যাঁহার জন্মাদি নাই ( সুতরাং যাঁহার জন্মসম্বন্ধে কিছুই জানা যায়না, ) এবং প্রাকৃতজীবের ন্যায় কর্ম্মবন্ধন-জনিত জন্ম নাই বলিয়া যাঁহার কুল ও ( বা বংশও ) নাই ( সুতরাং যাঁহার বংশসম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না ), যাঁহার শীল ( প্রকৃতি, স্বভাব, স্বরূপগত গুণাদি ) অনন্ত এবং অনির্ব্বাচ্য বলিয়া তৎসম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে কিছুই জানিবার সম্ভাবনা নাই, যাঁহার আচার ( বা আচরণ, লীলা ) অনন্ত বৈচিত্রীপূর্ণ বলিয়া সম্যক্‌রূপে জানা যায় না—এতাদৃশ যে শ্রীভগবান্ ( স্তুতিমূলক অর্থ )। **অনাচার**—কুৎসিৎআচার, সদাচারবিরুদ্ধ ( যথাশ্রুত অর্থ )। ন (নাই যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ) আচার, তাহাই অনাচার; সর্ব্বোত্তম সদাচার ( স্তুতিমূলক অর্থ )।

পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ :—যাহার জন্ম, কুল, স্বভাব, চরিত্রাদিসম্বন্ধে কিছুই জানা নাই, তাহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্তই সদাচারবিরুদ্ধ।

নিত্যানন্দ কহে—তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য।
অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য্য॥ ১৯০

তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।
একবস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে॥ ১৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

**স্তুতিমূলক অর্থ ঃ**—যিনি অনাদি বলিয়া জন্মাদি-রহিত, প্রাকৃত জীবের ন্যায় কর্ম্মবন্ধনাদি জনিত জন্ম নাই বলিয়া কোনও কুলের উল্লেখে যাঁহার পরিচয় হইতে পারে না, অনন্ত-কল্যাণ-গুণসমূহের আকর বলিয়া কেহই যাঁহার গুণের সীমানির্দ্দেশ করিতে পারে না এবং অনন্তবৈচিত্রীপূর্ণ বলিয়া যাঁহার লীলারও সীমা কেহ পাইতে পারেনা, সেই শ্রীভগবানের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করার সৌভাগ্য যিনি পাইয়া থাকেন, সমস্ত সদাচারের পরাকাষ্ঠাই তাঁহাতে বিরাজিত।

১৮৬-১৮৯ পয়ার শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি শ্রীনিত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া। আর ১৯০-৯২ পয়ার শ্রীনিত্যানন্দের উক্তি, শ্রীঅদ্বৈতকে লক্ষ্য করিয়া।

**১৯০। অদ্বৈত-আচার্য্য**—অদ্বৈতবাদের আচার্য্য বা গুরু; ভক্তিবিরোধী জ্ঞানমার্গের প্রচারক ( যথাশ্রুত নিন্দার্থ )। শ্রীহরির সহিত দ্বৈত ( ভেদ ) শূন্য বলিয়া, শ্রীহরি ও তোমাতে কোনও ভেদ নাই বলিয়া তুমি অদ্বৈত এবং ভক্তি-তত্ত্বের উপদেশ দাও বলিয়া তুমি আচার্য্য। অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ আচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ। ১।১।১৩॥ ( স্তুতি অর্থে )। **অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে**—অদ্বৈতবাদমূলক সিদ্ধান্তে; জ্ঞানমার্গের অনুকূল সিদ্ধান্তে ( যথাশ্রুত নিন্দার্থ )। শ্রীহরির সহিত তোমার যে অভেদ—এই সিদ্ধান্তে ( স্তুতি-অর্থ )। **বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য্য**—শুদ্ধভক্তিকার্য্যের বিঘ্ন জন্মে, সেব্য-সেবক ভাব নাই বলিয়া ( যথাশ্রুত নিন্দার্থ )। শুদ্ধভক্তিকার্য্য বাধা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধভক্তিকার্য্য সঙ্গত হয় না, তুমি নিজেও ঈশ্বর বলিয়া নিজের প্রতি নিজের ভক্তি সঙ্গত হয় না ( স্তুতি-অর্থ )।

পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ ঃ—তোমার নাম অদ্বৈত-আচার্য্য; তুমি অদ্বৈতবাদের আচার্য্য বা গুরু; অদ্বৈতবাদমূলক সিদ্ধান্তে সেব্য-সেবকভাব থাকে না বলিয়া তাহাতে শুদ্ধভক্তি-কার্য্যের বিঘ্ন জন্মে।

**স্তুতি-অর্থ ঃ**—শ্রীহরির সহিত তোমার দ্বৈত বা ভেদ নাই বলিয়া তুমি অদ্বৈত; আর ভক্তিতত্ত্বের প্রচার কর বলিয়া তুমি আচার্য্য। তাই তোমার নাম অদ্বৈত-আচার্য্য। কিন্তু শ্রীহরির সহিত তুমি অভিন্ন বলিয়া তুমিও ঈশ্বর; ঈশ্বরের পক্ষে নিজের ভজন বা নিজের স্তুতি অনাবশ্যক; সুতরাং তুমি যে ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহা তোমার জন্য নহে, পরন্তু লোক-শিক্ষার নিমিত্ত; কিন্তু তুমি যে আমার স্তুতি করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে সঙ্গত নহে; কারণ, ঈশ্বরের স্তুতি শুদ্ধাভক্তির অন্তর্ভূত হইলেও—তুমি ও আমি অভিন্ন বলিয়া এবং উভয়েই ঈশ্বর বলিয়া—তোমার পক্ষে আমার স্তুতি তোমার নিজের স্তুতিই হইল; ভক্তির আদর্শরূপে ইহা জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক হইলেও তোমার নিজের পক্ষে এইরূপ আত্মস্তুতি সঙ্গত নহে।

অথবা—শ্রীহরির সহিত তোমার দ্বৈত বা ভেদ নাই বলিয়া তুমি অদ্বৈত; আর ভক্তিতত্ত্বের প্রচার কর বলিয়া তুমি আচার্য্য; অদ্বৈতবাদমূলক সিদ্ধান্তে সেব্য-সেবকত্ব ভাব নষ্ট হয় বলিয়া তাহা শুদ্ধ ভক্তিকার্য্যের বিঘ্ন জন্মায়; কিন্তু আচার্য্যরূপে তুমি যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছ, তাহা শুদ্ধভক্তির অনুকূল বলিয়া জীবের পক্ষে পরম-মঙ্গলজনক।

**১৯১।** যথাশ্রুত নিন্দার্থ ঃ—তোমার অদ্বৈতবাদমূলক সিদ্ধান্তের অনুসরণ যাঁহারা করেন, তাঁহারা এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই মানেন না—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মব্যতীত আর সকলকেই মিথ্যা মনে করেন, এমন কি শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহাদিকেও মায়িক বলিয়া মনে করেন।

**স্তুতি-অর্থ ঃ**—তুমি যে শুদ্ধ-ভক্তিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমূহ প্রচার করিতেছ, যাঁহারা সে সমস্ত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করেন, এক শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেব-দেবীর স্বতন্ত্র উপাস্যত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না; তাঁহারা মনে করেন—এক শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলেই সমস্ত দেব-দেবীর উপাসনা হইয়া যায়—গাছের গোড়ায় জল দিলেই যেমন শাখা-পল্লবাদি

হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ? ॥ ১৯২
এইমত দুইজনে করে বোলাবুলি।
ব্যাজস্তুতি করে দোঁহে যৈছে গালাগালি ॥ ১৯৩
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা।
প্রসাদ দেওয়ান কৃপা-অমৃত সিঞ্চিয়া ॥ ১৯৪
ভোজন করি উঠে সভে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি ॥ ১৯৫
তবে মহাপ্রভু সব নিজ-ভক্তগণে।
সভাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্যচন্দনে ॥ ১৯৬
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাতজন।
গৃহ-ভিতর বসি কৈল প্রসাদভোজন ॥ ১৯৭
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিরা।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লঞা ॥ ১৯৮
ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি নিল।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাছে পাইল ॥১৯৯
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
'ধোয়াপাখালা' নাম কৈলা এই এক লীলা ॥ ২০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তৃপ্ত হয়, স্বতন্ত্রভাবে শাখা-পল্লাদিতে যেমন আর জল দিতে হয় না, তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতেই সমস্ত দেব-দেবী—সমস্ত ভগবৎস্বরূপ তৃপ্ত হয়েন, স্বতন্ত্র ভাবে আর তাঁহাদের উপাসনা করিতে হয় না।

**১৯২।** যথাশ্রুত নিন্দার্থ ঃ—যে অদ্বৈতবাদ শুদ্ধভক্তিমার্গের বিরোধী, যিনি সেই অদ্বৈতবাদের আচার্য্য; যাঁহার অদ্বৈতবাদমূলক সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর সকলকেই মিথ্যা বলিয়া লোক মনে করে, এমন কি শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়ত্বও স্বীকার করে না—সেই তোমার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতেছি; তোমার সান্নিধ্য-প্রভাবে না জানি আমার মনের কি অবস্থাই হয়! আমার মনেও না জানি তোমার অদ্বৈতবাদমূলক ভাব সংক্রামিত হয়!

স্তুতি-অর্থ ঃ—শ্রীহরির সহিত যাঁহার ভেদ নাই, ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়া যিনি শুদ্ধভক্তি-বিরোধী অদ্বৈতবাদ-মূলক সিদ্ধান্তের অসারতা খ্যাপন করিয়াছেন, যাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্যত্ব লোক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে—এতাদৃশ তোমার সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিতেছি, ইহা আমার পরম-সৌভাগ্য; তোমার সান্নিধ্য-প্রভাবে তোমার ভক্তিসিদ্ধান্ত আমার মনে সংক্রামিত হইবে কি ?

**১৯৩। দুইজনে**—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিতাই, এই দুইজনে। **বোলাবুলি**—একে অন্যের প্রতি বলে। **ব্যাজস্তুতি**—নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দাকে ব্যাজস্তুতি বলে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮৬-১৯২ পয়ারে নিন্দার ছলে স্তুতি করা হইয়াছে; সুতরাং উহা ব্যাজস্তুতি। **যৈছে গালাগালি**—নিন্দার ছলে যেস্থলে স্তুতি করা হয়, সেস্থলে কথাগুলির যথাশ্রুত অর্থে মনে হয় যেন গালাগালি করা হইতেছে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা গালাগালি বা নিন্দা নহে; তাহার গূঢ় অর্থ স্তুতি। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারসমূহের যথাশ্রুত অর্থও গালাগালি বলিয়া মনে হয়; কিন্তু গূঢ় অর্থ স্তুতি।

**১৯৪। কৃপা-অমৃত**—কৃপারূপ অমৃত। **সিঞ্চিয়া**—সেচন করিয়া; বর্ষণ করিয়া।

**১৯৬। শ্রীহস্তে**—প্রভু নিজের হাতে।

**১৯৭। পরিবেশক**—যাঁহারা পরিবেশন করিয়াছিলেন। **সাতজন**—স্বরূপ-দামোদর, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ ও শঙ্কর এই সাতজন (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬০-৬১)। ইঁহারা মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিয়াছিলেন।

**১৯৮। অবশেষ**—ভুক্তাবশেষ; উচ্ছিষ্ট প্রসাদ।

**১৯৯। কিছু**—প্রভুর ভুক্তাবশেষ হইতে কিছু কিছু। **সেই প্রসাদান্ন**—হরিদাস ঠাকুর ও অন্যান্য ভক্তকে দিয়া প্রভুর ভুক্তাবশেষ যাহা বাকী রহিল, তাহা।

আরদিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ-সমান ॥ ২০১
পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভু-অদর্শনে।
আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ-দরশনে ॥ ২০২
মহাপ্রভু সুখে লৈয়া সবভক্তগণ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন ॥ ২০৩
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জলকরঙ্গ লঞা ॥ ২০৪
প্রভু-আগে পুরী ভারতী দোঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুইপার্শ্বে দুইজন ॥ ২০৫
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন ॥ ২০৬
দরশন-লোভেতে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখদর্শন ॥ ২০৭
তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর-যুগল।
গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল ॥ ২০৮
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়ন-যুগল।
নীলমণিদর্পণকান্তি গণ্ড ঝলমল ॥ ২০৯
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ-হসিতকান্তি অমৃত-তরঙ্গ ॥ ২১০
শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য-মধু বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটিকোটি-ভক্তনেত্রভৃঙ্গ করে পানে ॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০১। **আর দিন**—রথযাত্রার পূর্ব্বের দিন। **নেত্রোৎসব**—স্নানযাত্রার পর হইতে কয়দিন শ্রীজগন্নাথের দর্শন পাওয়া যায় না; এই কয়দিন ধরিয়া শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ করা (নূতন রং দেওয়া) হয়; রথযাত্রার পূর্ব্বের দিন শ্রীবিগ্রহের নেত্র বা চক্ষু দান করা হয়; তাই এই দিনকে নেত্রোৎসব বলে। এই দিন হইতেই আবার শ্রীবিগ্রহের দর্শন পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল অদর্শনের পরে এইদিন শ্রীজগন্নাথের দর্শনে ভক্তদিগের নেত্রের (চক্ষুর) উৎসব (অত্যন্ত আনন্দ) হয় বলিয়াও এই দিনকে নেত্রোৎসব বলা যাইতে পারে।

২০২। **পক্ষ দিন**—এক পক্ষকাল; পনর দিন ধরিয়া। নেত্রোৎসবের পূর্ব্বে পনর দিন শ্রীজগন্নাথের দর্শন মিলে না। **প্রভু-দর্শনে**—শ্রীজগন্নাথকে দেখিতে না পাইয়া।

২০৪। **লোক নিবারিয়া**—প্রভুর সম্মুখভাগ হইতে লোকদিগকে সরাইয়া। প্রভুর আগে আগে যায়েন কাশীশ্বর এবং পাছে পাছে যায়েন গোবিন্দ। **জলকরঙ্গ**—শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করার পূর্ব্বে প্রভু পা ধুইতেন, পায়ের ধূলা যেন মন্দির-প্রাঙ্গণে না লাগে এই উদ্দেশ্যে। তাই প্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেন, তখন গোবিন্দ করঙ্গে করিয়া জল লইয়া যাইতেন, প্রভুর পা ধোয়ার জন্য।

২০৫-৬। পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী যাইতেন প্রভুর আগে আগে; প্রভুর এক পার্শ্বে থাকিতেন শ্রীঅদ্বৈত এবং অপর পার্শ্বে থাকিতেন স্বরূপ-দামোদর; অন্যান্য ভক্তদের কেহ প্রভুর পার্শ্বে, কেহ প্রভুর পশ্চাতে থাকিতেন। এইভাবে প্রভু জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন। **উৎকণ্ঠায়**—পনর দিন পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথকে না দেখায় দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ।

২০৭। **মর্য্যাদালঙ্ঘন**—ভোগমণ্ডপে যাইয়া দর্শন করার অধিকার কাহারও নাই; কিন্তু উৎকণ্ঠার আতিশয্যে প্রভু সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীজগন্নাথের দর্শন-লোভে ভোগমণ্ডপে যাইয়াই দর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রভু ভোগমণ্ডপের মর্য্যাদালঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

২০৮। **তৃষ্ণার্ত্ত**—তৃষ্ণায় আর্ত্ত বা পীড়িত; তৃষ্ণায় কাতর। **নেত্র-ভ্রমর-যুগল**—চক্ষুরূপ ভ্রমরদ্বয়। **গাঢ়াসক্ত্যে**—গাঢ় আসক্তিবশতঃ; অত্যন্ত অনুরাগের সহিত। **পিয়ে**—পান করে। **কৃষ্ণের**—শ্রীজগন্নাথের; রাধাভাবে আবিষ্ট প্রভু শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহকেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলিয়া মনে করিতেন। **বদনকমল**—মুখপদ্ম; মুখপদ্মের মধু; শ্রীমুখমাধুর্য্য।

২০৯-১১। এই কয় পয়ারে শ্রীজগন্নাথের মুখসৌন্দর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর॥ ২১২
এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখদর্শন॥ ২১৩
স্বেদ কম্প অশ্রুজল বহে অনুক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সংবরণ॥ ২১৪
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করে সঙ্কীর্ত্তন॥ ২১৫
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লঞা গেলা॥ ২১৬
'প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক' জানিয়া।
সেবকে লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া॥ ২১৭
গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি-শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল॥ ২১৮
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২১৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচা-মন্দিরমার্জ্জনং নাম দ্বাদশপরিচ্ছেদঃ॥

---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

**প্রফুল্লকমল** ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথের নয়নদ্বয় প্রস্ফুটিত পদ্ম অপেক্ষাও সুন্দর। **নীলমণি** ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথের গণ্ডদ্বয় ( গাল ) ঝলমল করিতেছে; গণ্ডদ্বয়ের কান্তি নীলমণির দর্পণের কান্তির ছায় ঝলমল করিতেছে। **দর্পণ**—আয়না। **বান্ধুলি**—লাল রংএর ফুলবিশেষ। **সুরঙ্গ**—সুন্দর। **বান্ধুলির ফুল জিনি** ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথের অধর ( নিম্নৌষ্ঠ ) বান্ধুলি-ফুল অপেক্ষাও লাল এবং সুন্দর। **ঈষৎ-হসিতকান্তি** ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথের অধরে যে মন্দহাসি, তাহার কান্তি অমৃতের তরঙ্গের ছায় মধুর। মন্দহাসির কান্তি দেখিলে মনে হয় যেন মুখ হইতে অমৃতের তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে।

**শ্রীমুখসৌন্দর্য্য** ইত্যাদি—প্রতিক্ষণেই যেন শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইতেছে। **ভক্তনেত্রভৃঙ্গ**—ভক্তের নেত্র ( নয়ন ) রূপ ভৃঙ্গ ( ভ্রমর )। **করে পানে**—পান করে।

**২১২।** শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্যরূপ মধু যতই পান করে, ততই যেন পানের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; তাই ভক্তদের নেত্র সর্ব্বদা শ্রীজগন্নাথের মুখপদ্মেই সংলগ্ন থাকে।

**২১৪।** অশ্রুজল অনবরত প্রবাহিত হইয়া দর্শনের বিঘ্ন জন্মায় বলিয়া প্রভু চেষ্টা করিয়া তাহা সংবরণ করিলেন। ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

**২১৫।** ভোগের সময় কপাট বন্ধ থাকে বলিয়া দর্শন হয় না; সেই সময়ে প্রভু সঙ্কীর্ত্তন করিতেন।

**২১৬। সব পাসরিলা**—মধ্যাহ্ন-কৃত্যাদির কথা সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। **প্রভু লঞা গেলা**—প্রভুকে লইয়া গেলেন।

**২১৭। প্রাতঃকালে**—পরদিন প্রাতঃকালে। **দ্বিগুণ করিয়া**—অন্যান্য দিন যে পরিমাণ অন্নাদি ভোগে দেওয়া হয়, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ ভোগে দিলেন।

---